বার্ষিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

সূচিপত্র

কমিশনের পরিচিতি ১

১. ভূমিকা..... ১
২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা..... ১
৩. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন..... ১
৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো..... ২
৫. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল..... ২-৩

কমিশনের কার্যাবলি ৪

১. কমিশনের প্রশাসন..... ৪
২. কমিশনের বাজেট..... ৪
৩. কমিশনের আয়..... ৪-৫
৪. কমিশনের ব্যয়..... ৫
৫. ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি..... ৬
৬. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম..... ৭-৯
৭. কমিশনের গ্রন্থাগার..... ৯
৮. কমিশনের প্রকাশনা..... ১০
৯. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন..... ১০
৯.১ তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য..... ১১
৯.২ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য..... ১১
৯.৩ আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য..... ১১

কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি ১২

১. কমিশনের কার্যাবলি..... ১২
১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কার্যাবলি..... ১২
২. দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা..... ১২
৩. শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান..... ১৩
৪. শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ..... ১৩
৫. দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন..... ১৪
৬. দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন..... ১৪
৬.১ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি..... ১৪
৬.২ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি..... ১৪
৬.৩ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি..... ১৫
৭. ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ..... ১৫
৭.১ এন্টি-ডাম্পিং..... ১৫
৭.২ কাউন্টারভেইলিং..... ১৫
৭.৩ সেইফগার্ড..... ১৬

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ..... ১৭

১. ভূমিকা..... ১৭
২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ..... ১৮
২.১ সচেতনতা সেমিনার আয়োজন..... ১৮
২.১.১ কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সেমিনার ১৮-২১
২.১.২ সিআর কয়েল ম্যানুফেকচারিং ও এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সেমিনার কর্মসূচি..... ২১-২২
২.১.৩ ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সেমিনার..... ২৩-২৫
২.১.৪ রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সেমিনার ২৫-২৭
৩. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান..... ২৭-২৯
৪. এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ..... ৩০
৪.১ বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ওপর পাকিস্তান কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্কআরোপ..... ৩০
৪.২ বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটজাত পণ্যের ওপর ভারত সরকারের এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ..... ৩০-৩২
৪.৩ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এর ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ..... ৩২-৩৩
৫. এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম..... ৩৩
৫.১ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত ফিশিং নেট রপ্তানির ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম..... ৩৩
৫.২ বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত সিনথেটিক সূতার (Yarn /Thread of Synthetic Staple Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের Circumvention তদন্ত কার্যক্রম..... ৩৩
৫.৩ বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত জুট সেকিং ক্লথের ওপর ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত কার্যক্রম..... ৩৪
৬. গবেষণাকর্ম..... ৩৪
৬.১ Anti-dumping cases faced by Bangladesh: A Lesson Learned and Way Forward সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন..... ৩৪
৬.২ Countervailing practice in the neighboring countries of Bangladesh শীর্ষক স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন..... ৩৫
৭. বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৮১৯- অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা..... ৩৫-৩৬

বাণিজ্য নীতি বিভাগ..... ৩৭

১. ভূমিকা..... ৩৭
২. বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যাবলি..... ৩৮-৫৬
৩. মনিটরিং সেল..... ৫৬
৪. সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান..... ৫৭
৪.১ Study on Bee Keeping and Honey Export Potentials: A Bangladesh Perspective..... ৫৭-৫৮
৪.২ Study on Mango Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects..... ৫৮-৫৯
৪.৩ Study on Potato Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects..... ৫৯-৬১

৪.৪ Study on Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industries in Bangladesh: Recent Scenario & Prospects..... ৬২
৫. বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা..... ৬৩

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ..... ৬৪

১. ভূমিকা..... ৬৪
২. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি ৬৫
২.১ বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিকাল এন্ড ইকনমিক কোঅপারেশন (বিমসটেক)-এর আওতা'য় বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট (Schedule of Tariff Commitment) এইচ এস ২০০৭ হতে এইচ এস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর..... ৬৫-৬৬
২.২ বিমসটেক এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক রুলস অব অরিজিন (Product Specific Rules of Origin-PSR) সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ..... ৬৬-৬৭
২.৩ সার্ক সদস্য দেশগুলির মধ্যে অশুল্ক ও আধাশুল্ক বাঁধা দূরীকরণ সংক্রান্ত..... ৬৭
২.৪ সাফটা সেনসিটিভ লিষ্টে পণ্যের সংখ্যা হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে..... ৬৭
৩. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি..... ৬৭
৩.১ আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত..... ৬৭-৬৮
৩.২ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা'র মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ..... ৬৮
৩.৩ বাংলাদেশ নেপাল দ্বি-পাক্ষিক পিটিএ এর খসড়া প্রস্তুতকরণ ও বাংলাদেশের অফার লিস্ট এবং রিকোয়েস্ট লিস্ট পর্যালোচনা করা..... ৬৮
৩.৪ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া-এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন..... ৬৯
৩.৫ ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) সম্পাদনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন..... ৬৯
৪. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি..... ৬৯
৪.১ বাংলাদেশ-মিশর দ্বি-পাক্ষিক পরামর্শ সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন..... ৬৯-৭০
৪.২ কানাডা, মিশর, মরক্কো, কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ট্যারিফ প্রোফাইল..... ৭০
৪.৩ রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ..... ৭০
৪.৪ সিরামিক টেবিলওয়ার আমদানির উপর তুরস্ক কর্তৃক নতুনভাবে আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন এর আবেদন প্রসঙ্গে..... ৭০-৭১
৪.৫ চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন..... ৭১
৪.৬ গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ব্রীফ প্রণয়ন..... ৭১-৭২
৪.৭ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার যৌথ কমিশন এর চতুর্থ সভার জন্য আলোচ্য বিষয়সমুহ প্রস্তুতকরণ..... ৭২
৪.৮ বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি ৭২

৪.৯	বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড-এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৭২-৭৩
৪.১০	দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সাতটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৭৩
৪.১১	৫-৬ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৬ষ্ঠ পার্টনারশিপ ডায়ালগ এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন.....	৭৩
৪.১২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফরকালে কম্বোডিয়ার নিকট হতে বাণিজ্য সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ.....	৭৩
৪.১৩	বাংলাদেশ ও চিলির মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ (Bilateral Consultation) সভার জন্য Inputs প্রেরণ.....	৭৪
৪.১৪	বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশনের ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ৩য় সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে.....	৭৪
৪.১৫	বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক-এর মধ্যে এফওসি বা ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (Foreign Office Consultation) এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন.....	৭৪
৪.১৬	০৭-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার আলোচ্যসুচি সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন.....	৭৪-৭৫
৪.১৭	৩০-৩১ আগস্ট ২০১৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড (জেডব্লিউজি) এর ১১তম সভার জন্য আলোচ্যসুচি প্রেরণ এবং ১০ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৭৫
৫.	অন্যান্য কার্যাদি.....	৭৫
৫.১	বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১৯-এর জন্য তথ্য প্রেরণ.....	৭৫-৭৬
৫.২	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যভুক্ত সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা প্রেরণ....	৭৬-৭৭
৫.৩	বাংলাদেশের National Intellectual Property Policy, 2018 বিষয়ে মতামত প্রেরণ.....	৭৭
৫.৪	"High level debate on multilateralism in Asia and the Pacific to promote inclusive economic and social development in the region and its contribution to global economic governance" বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৭৭-৭৮
৫.৫	৩১ আগস্ট হতে ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৭ শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান ওশেন কনফারেন্স ২০১৭ এ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ	৭৮
৫.৬	"Graduation of Bangladesh from LDC: Implication of TRIPs Agreement on Pharmaceutical Sector" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৭৮-৭৯
৫.৭	"Identification of Non Tariff Barriers Faced by Selected Export Products of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৭৯
৬.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এর কর্মপরিকল্পনা ও ট্র্যাকার সিস্টেম সংক্রান্ত কার্যাদি.....	৭৯
৭.	স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ উপলক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সেমিনার আয়োজন.....	৮০
৮.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৮০-৮১
৯.	কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা.....	৮১
৯.১	সমস্যাবলী.....	৮১-৮২
৯.২	সুপারিশমালা.....	৮২-৮৩

পরিশিষ্ট..... ৮৪
পরিশিষ্ট- ১: বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল ৮৪-৮৫
পরিশিষ্ট- ২: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো..... ৮৬
পরিশিষ্ট- ৩: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আইন..... ৮৭-৯২
পরিশিষ্ট- ৪: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য..... ৯৩-৯৬
পরিশিষ্ট- ৫: কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ..... ৯৭
পরিশিষ্ট- ৬: কমিশনের কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশিক্ষণের বিবরণ..... ৯৮-১০১
ফটোগ্যালারী..... ১০২-১২০

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা এবং রপ্তানী সম্প্রসারণে ট্যারিফ কমিশনকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ট্যারিফ কমিশন ১৯৯২ সাল হতে কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। কমিশন আইনের শর্তানুযায়ী নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরার নিমিত্ত প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে বিগত ২০১৭-২০১৮ মেয়াদে সম্পাদিত বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার কৌশল, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ (এসডিজি) ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে কমিশনের বিগত এক বছরের সম্পাদিত কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। কমিশনের গঠন, কাঠামো এবং কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে কমিশন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বিদ্যমান চুক্তির আওতায় শুল্ক আদায় ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের নিমিত্ত নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণে কমিশন বিগত বছরসমূহের ন্যায় আলোচ্য বছরেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় যৌক্তিক শুল্ক হার নির্ধারণ, দেশীয় শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী অসাধু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কমিশন আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হলে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে সাফল্যজনকভাবে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ এবং বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন সহজতর হবে বলে আশা করা যায়।

যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমে বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি
চেয়ারম্যান

০১ অক্টোবর, ২০১৮

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান কমিশনের মূল দায়িত্ব। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ট্যারিফ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এ প্রতিষ্ঠান গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনা করে। দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য হওয়ার পর কমিশন আন্তর্জাতিক, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর উপর সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আসছে। এছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়েও সরকারকে অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা:

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম ও --চুক্তি সম্পাদনেসরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২" (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করেন। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৮ জন চেয়ারম্যান হিসেবে কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব

পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা । তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতিত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত কর্মরত, লোকবল এবং শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপঃ

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত লোকবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৭	১২
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৭	০৬
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২৮	০৫
মোট	১১৫	৯২	২৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হল।

৫. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
২১।	কেয়ার-টেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

কমিশনের কার্যাবলি

১. কমিশনের প্রশাসন:

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

২. কমিশনের বাজেট:

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং ১৭০৫-স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কোড নং ২৯৩১-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরি এর অন্তর্ভূক্ত। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ১০,২০,০৩,০০০.০০ (দশ কোটি বিশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

৩. কমিশনের আয়:

কমিশনের কর ব্যতীত প্রাপ্তি ও কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তির বিবরণী নিম্নরূপ:

কোড নম্বর ও আয়ের খাত	বাজেট (লক্ষ্যমাত্রা) (টাকা) ২০১৭-২০১৮	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (টাকা) ২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮ সালের প্রকৃত আয় (টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
২৯৩১ : বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন				
১৫০০-২৯৯৯ : কর ব্যতীত প্রাপ্তি				
সেবা বাবদ প্রাপ্তি				
২০৩৭-সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	৮০,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৭৮,০০০.০০	
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়				
২৩৬৬ - টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০		
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি				

২৬৭১-অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	২০,০০,০০০.০০	১,৪২,০০,০০০.০০	৩,০০০.০০	৩০ জুন এর অব্যয়িত অর্থ কমিশনের কোন আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয় হ্রাস পেয়েছে।
২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৪০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	৪,০৫,০০০.০০	
সর্বমোট	২১,২৫,০০০.০০	১,৪৩,২০,০০০.০০	৪,৮৬,০০০.০০	

৪. কমিশনের ব্যয়:

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮,৮২,৯৭,১৫৬.১৮ (আট কোটি বিরাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত ছাপ্পান্ন টাকা আঠার পয়সা) মাত্র। ০২ জন কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূণ্য হওয়ায় ০১ জন সদস্য (অতিঃ সচিব) এর দীর্ঘ সময়ের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার বকেয়া বিল পরিশোধে বিলম্ব হওয়ায়, দুইজন কর্মচারি বরাখাস্ত থাকায়, দুইজন কর্মচারির বরাবরে নতুন সরকারি বাসা বরাদ্দ হওয়ায় এবং একজন কর্মচারি মৃত্যুজনিত কারণে পদ শূণ্য থাকাসহ শূন্যপদ পূরণে বিলম্ব হওয়ায় ও বিদেশ ভ্রমণ কম হওয়ায় বেতন-ভাতা খাতে ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এছাড়া, সরবরাহ ও সেবা খাতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে পাওয়ায়. কমিশনের অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায়, টেলিফোন ব্যবহারের মাসিক বিল হ্রাস পাওয়ায়, নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন হতে বিলম্ব হওয়ায়, নতুন গাড়ী ক্রয়ের প্রেক্ষিতে গাড়ী মেরামতে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রকাশনা, রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত না পাওয়ায় এখাতে মোট ৪২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এতদ্ব্যতীত মূলধন মঞ্জুরি খাতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে ছাড় হওয়ায় সময় স্বল্পতার কারণে একটি নতুন গাড়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে না পারায় এখাতে ৫০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা অব্যয়িত থাকায় বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ১,৩৭,০৫,৮৪৩.৮২ (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত তেতাল্লিশ টাকা বিরাশি পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণিঃ ০১-এ দেখানো হলো।

সারণিঃ ০১

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	**বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০১৭-২০১৮**	**সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০১৭-২০১৮**	**প্রকৃত খরচ (টাকা) ২০১৭-২০১৮**
১	২	৩	৪
৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরী	৯,৪২,৫৩,০০০.০০	৯,২৪,৫৩,০০০.০০	৮,৩৭,৭৬,৯৩৫.০৮
৫৯৯৮-মূলধন মঞ্জুরী	৭৭,৫০,০০০.০০	৯৫,৫০,০০০.০০	৪৫,২০,২২১.১০
সর্বমোটঃ	**১০,২০,০৩,০০০.০০**	**১০,২০,০৩,০০০.০০**	**৮,৮২,৯৭,১৫৬.১৮**

৫. ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরুপঃ

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ১৬ এম.বি.পি.এস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ২০ এম.বি.পি.এস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনের পুরাতন ওয়েব সাইটটির ডোমেন নেইম www.bdtariffcom.org পরিবর্তন করে www.btc.gov.bd সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোজন প্রদান করা হয়েছে।

৩। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বন্টন নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৫। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৬। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেল সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের গবেষণা কর্ম, প্রতিবেদন ও সকল প্রকার রিপোর্ট এর কাভার পেইজ ডিজাইন ও মুদ্রণ করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশনা কাজে সকল প্রকার আইটি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১০। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে।

৬. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ইনোভেশন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়:

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের তারিখ	মন্তব্য
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৭	৮
০১।	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, ওয়েবসাইটে আপলোড ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	জানুয়ারি ২০১৭	৩১ মার্চ ২০১৭	ইনোভেশন টিম	প্রণয়ন ও অনুমোদন-০৮ মার্চ ২০১৭ ওয়েবসাইটে আপলোড ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ-১৩ মার্চ ২০১৭	নিষ্পন্ন
০২।	ইনোভেশন টিমের সভা	জানুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	ইনোভেশন টিম	১১ জুলাই ২০১৭, ২১ আগস্ট ২০১৭, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, ১৮ অক্টোবর ২০১৭, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭, ০৮ জানুয়ারি ২০১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ২০ মার্চ ২০১৮ এবং ০৪ জুন ২০১৮। মোট ০৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	নিষ্পন্ন
০৩।	এটুআই কর্মসূচি থেকে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সহায়তা পাওয়া সাপেক্ষে কমিশনের শাখাসমূহের বিদ্যমান ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ এবং পর্যায়ক্রমে সকল ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।	জানুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	ইনোভেশন অফিসার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	চলমান
০৪।	কমিশনের সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়মিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে টেন্ডার বক্সের অনুরূপ একটি ইনোভেশন	জানুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	প্রশাসন ও ইনোভেশন টিম	জুন ২০১৭	নিষ্পন্ন

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের তারিখ	মন্তব্য
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
	বক্স চালু করা।					
০৫।	কমিশনে সকল কর্মকর্তার মধ্য ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	এটুআই ও প্রশাসন	এটুআই কর্তৃক ২৬ ও ২৭ আগস্ট ২০১৭ দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক গুগল কিপস সফটওয়্যার ব্যবহার করে জব ক্যালেন্ডার প্রস্তুত ও মনিটরিং বিষয়ে ১১ মার্চ ২০১৮ তারিখ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।	নিষ্পন্ন
০৬।	কমিশনের কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য সহায়তা ফান্ড গঠনের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	জানুয়ারি ২০১৭	এপ্রিল ২০১৭	প্রশাসন ও ইনোভেশন টিম।	৩০ জানুয়ারি ২০১৭	নিষ্পন্ন
০৭।	কমিশনে কর্মরত আইডিয়া প্রদানকারী সেরা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পুরষ্কার প্রদান।	নভেম্বর ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	প্রশাসন ও ইনোভেশন টিম।	আইডিয়া প্রদানকারী সেরা কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করা যায়নি।	অনিষ্পন্ন
০৮।	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ।	জানুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	প্রশাসন ও ইনোভেশন টিম।	ইনোভেশন বিষয়ে ০২ দিনের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে এটুআই এর সাথে যোগাযোগ শুরু ১৮ জুন ২০১৭ এবং সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন ১৬ জুলাই ২০১৭।	নিষ্পন্ন
০৯।	সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার নিশ্চিত করা।	জানুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	সিস্টেম এনালিস্ট	২৪ এপ্রিল ২০১৭	নিষ্পন্ন

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের তারিখ	মন্তব্য
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১০।	ই-গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম এর আওতায় কমিশনের কমপক্ষে ৫টি লটের টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছতা ও কম সময়ে করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	জানুয়ারি ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	প্রশাসন ও সিস্টেম এনালিস্ট।	১৩ এপ্রিল ২০১৭ ২৫ মে ২০১৮ মোট ০২টি	নিষ্পন্ন
১১।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা করা।	০১ এপ্রিল ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৭	ইনোভেশন টিম	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	নিষ্পন্ন

৭. কমিশনের গ্রন্থাগার:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের উপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট ।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট ।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৮। বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমন - Development Dialogue, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly)।

৯। English to Bengali Dictionary, বাংলা বানান অভিধান, বাংলাদেশ কোড (ভলিউম ১-৩৮), বাংলাদেশ গেজেট-২০১৪, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, শুল্ক এস.আর.ও

সংকলন-২০১৭, বাংলাদেশ কাষ্টমস ট্যারিফ ২০১৭-২০১৮, চাকরির বিধানাবলী (৫৭ তম সংস্করণ), Dynamics of Resettlement Programme of Major Projects: Jamuna Bridge – A Case Study ইত্যাদি পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা।

৮. কমিশনের প্রকাশনা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর উপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক ত্রৈমাসিক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের স্থানীয় সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন কমিশন পর্যাপ্ত পরিমাণ সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে প্রস্তুত করে যা প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিজি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা হতে কমিশনের বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

৯. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়। এই আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে এই আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

৯.১ তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	৮৩১৬১০৪ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ৯৩৪০২৪৫ prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৯.২ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য:

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
সহকারী সচিব বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৮৩১৬১০৪ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৯.৩ আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য:

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৯৩৪০২০৯ ফ্যাক্ষ: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: chairrman@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি

১. কমিশনের কার্যাবলি:

১.১ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারা মোতাবেক কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে:

(ক) দেশিয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) দেশিয় পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন ;

(ঙ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশিয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন;

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থার প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়;

(২) উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করে থাকে, যথা :

(ক) বাজার অর্থনীতি ;

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ ;

(গ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি ;

(ঘ) জনমত ।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

২. দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় যৌক্তিক শুল্ক কাঠামো বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে। সাধারণতঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও প্রাথমিক কাঁচামালের জন্য নিম্নতম শুল্কহার, মাধ্যমিক পণ্য সামগ্রীর জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ অথচ অভিন্ন শুল্কহার এবং সকল সম্পূর্ণায়িত পণ্যের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পণ্যে আরোপিত শুল্কহারের চেয়ে বেশী শুল্কহার

আরোপের সূত্রাবলী কমিশন অনুসরণ করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে দেশিয় শিল্পের বিকাশ ও যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সাদৃশ্যমূলক স্বতন্ত্র শুল্কহার প্রয়োগ ও শুল্কমুক্তকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। সুপারিশ প্রণয়নকালে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ, সরকারের গৃহীত নীতিমালা, আন্তর্জাতিক বাস্তবতা, ভোক্তার স্বার্থ, পণ্যসমূহের চাহিদা ও সরবরাহ, দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে বিদ্যমান শুল্ক/কর কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়। অধিকন্তু, দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদনশীলতা ও প্রাসংগিক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে সহায়তার মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

৩. শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য উদারীকরণের যৌক্তিকতা বিবেচনায় রেখে শিল্প-সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন ও সুপারিশ করে থাকে :

(ক) নীতিগতভাবে ধর্ম, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত কারণ ব্যতীত সাধারণভাবে আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয় স্পর্শকাতর আমদানি পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা ;

(খ) রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রাথমিক কাঁচামাল ও মাধ্যমিক উপকরণের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হ্রাস/ মওকুফ করা ; এবং

(গ) দেশে অনুৎপাদিত সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি, বিশেষত রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক রহিতকরণের সুপারিশ করা।

৪. শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:

ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত বা নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুসরণীয় আমদানি নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্যান্য সকল পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানি নিষেধাজ্ঞা বিলোপের নীতি কমিশন সমর্থন করে। কমিশন সাধারণভাবে দেশীয় উৎপাদনের অনুকূলে ৩০%-৫০% কার্যকর সহায়তা দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। তবে, কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার ৫০% এর বেশি হলে তা সংশ্লিষ্ট শিল্পের উৎপাদনকে অনিপুণ ও প্রযুক্তিকে উন্নয়নবিমুখ করতে পারে যা ভোক্তা ও ব্যবহারকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে কমিশন মনে করে। এভাবে কার্যকর সহায়তা প্রদানের হার নির্ণয়ের মাধ্যমে কমিশন শিল্প-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৫. দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন:

তত্ত্বগত দিক দিয়ে একটি রপ্তানি পণ্যের উপর কর আরোপ করা কেবলমাত্র তখনই যুক্তিসংগত হয় যখন আন্তর্জাতিক বাজার ঐ পণ্যের যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট দেশের সম্পূর্ণ একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যথায় কর আরোপ করা হলে রপ্তানি আয় হ্রাস পাওয়ার আশংকা থাকে। বাংলাদেশের এমন কোনো রপ্তানি পণ্য নেই যার আন্তর্জাতিক বাজারের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের কোনো রপ্তানি পণ্যের উপর করারোপ করা যুক্তিসংগত নয় বলে কমিশন মনে করে। অন্যদিকে, রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার কর হ্রাস বা ক্ষেত্র বিশেষে মওকুফ করা উচিত বলে ট্যারিফ কমিশন মনে করে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এ পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফলশ্রুতিতে রপ্তানি আয়ও বাড়ে। উল্লেখ্য যে, এ নীতি অনুসরণ করা হলে হয়তো স্বল্প মেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যেতে পারে, কিন্তু মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং এর ফলে আয়কর ও অন্যান্য কর বাবদ রাজস্ব বাড়বে। বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল বিধায় আশা করা যায় যে, আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে সাধারণভাবে সকল শিল্প খাতে বিশেষতঃ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এ নীতি অনুসরণ করে আমদানিকৃত সকল মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ন্যুনতম শুল্কহার ধার্য করার জন্য ট্যারিফ কমিশন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬. দ্বি-পাক্ষিক আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

৬.১ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি:

কোনো দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিকবাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা চাওয়া যাবে সে ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে কমিশন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

৬.২ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি:

বর্তমানে বাংলাদেশ SAPTA, SAFTA, APTA, BIMSTEC, D-8, TPS-OIC এর সদস্য। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বিনিয়োগবান্ধব সম্পর্ক গড়ে তোলা, রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও মানবসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কমিশন যথোপযুক্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।

৬.৩ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সংস্থার বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অব্যাহত অংশগ্রহণ এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় এ দেশসমূহের একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণের বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছে।

৭. ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১ এন্টি-ডাম্পিং:

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর এ সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশে উৎপাদিত পণ্য দেশের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে সেই পণ্য বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। Customs Act, 1969 (IV of 1969 এর Section 18B এর Sub-Section (6)- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইং তারিখে বহিঃশুল্ক (ডাম্পিংকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। একই তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে ।

৭.২ কাউন্টারভেইলিং:

কোনো পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যায়ের যে কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কোনো দেশের সরকার বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে আর্থিক সহায়তা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তা-ই ভর্তূকি হিসেবে গণ্য। অনেক দেশই তাদের নিজস্ব শিল্পের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি প্রদান করে থাকে যা বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরণের অসাধু প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Subsidies and Countervailing duties- এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18A- এর Sub-section (7)– এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ

ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১২ এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

৭.৩ সেইফগার্ড:

কোনো পণ্য আমদানির পরিমাণ যদি অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায় তবে তা দেশিয় অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানির কারণ অথবা স্বার্থহানির হুমকির কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারীদের ক্ষতির/লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে সরকার সেইফগার্ড মেজারস গ্রহণ বা সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করে থাকে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18E এর Sub-section (5)- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৭ই জুন ২০১০ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে ।

উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে এবং এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Advisory body) হিসেবে কাজ করে। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক নীতি এবং জনমত বিবেচনা করে থাকে।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

১. ভূমিকা:

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অত্যধিক পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। যদি কোন বিদেশি পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর এবং অসাধু বাণিজ্য হিসেবে পরিগণিত। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশিয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশিয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে যা সংশ্লিষ্ট দেশিয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ফেয়ার বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি যদি এমন পরিমাণ হয় যে তা স্থানীয় শিল্পসমূহের ক্ষতির কারণ হতে পারে, সেক্ষেত্রে সেইফগার্ড কার্যক্রম নেয়া হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ ও সেইফগার্ড মেজার্জ গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় শিল্পের অভিযোগকারী আবেদন গ্রহণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ ধরণের আবেদনের শুনানির জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ হিসেবে আদেশ জারি করে এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে। যদি কোন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে বর্ণিত যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ প্রতিবছর দেশিয় বিভিন্ন শিল্পের ওপর সেক্টর ভিত্তিক স্টাডি করে সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে।

২. ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

২.১. সচেতনতা সেমিনার আয়োজন:

২.১.১ কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সেমিনার:

গত ০৮ নভেম্বর'২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্মেলন কক্ষে দেশিয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সার্বিক সহায়তায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাক আহমেদ ও বিআরবি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মজিবর রহমান, সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া চেম্বারের সভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ রবিউল ইসলাম। এছাড়াও চেম্বারের পরিচালকবৃন্দ, স্থানীয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান বলেন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশিয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে।

এই কমিশন দেশিয় শিল্পের কাঁচামাল এবং সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশিয় উদ্দ্যোক্তা/ব্যবসায়িদের জন্য সহায়ক শুল্ক কাঠামো নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। অত্র সেমিনার আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য তিনি সভাপতিসহ চেম্বারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান ও গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ট্যারিফ কমিশনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে বলেন, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম ও চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের

লক্ষ্যে Protective Duties Act,1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে যা পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়াও তিনি ভর্তুকি ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বিষয়ে আলোচনা করেন।

কুষ্টিয়া সেমিনারে গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ এর উপস্থাপনা

কমিশনের যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান সেমিনারে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার এন্টি-ডাম্পিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ডাম্পিং কি এবং অতিমাত্রায় আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে কী কী করণীয় তা ব্যাখ্যা করেন। এসব অসাধু বাণিজ্যের প্রতিকারকল্পে দেশিয় শিল্পকে রক্ষার উপায় বিশেষত: যথাযথ তথ্যসহ কমিশনে আবেদন দাখিল করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি বলেন, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের শর্ত হল, বাংলাদেশে কোন আমদানিকৃত পণ্যের আমদানির পরিমাণ যদি এত বেশী হয় যে তা কোন স্থানীয় শিল্পকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা দেখা দেয় এবং অতিরিক্ত আমদানির কারণেই স্থানীয় শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ অতিথি জনাব মোস্তাক আহমেদ বলেন, এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশিয় শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এই তিনটি মেজার্স গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। তাই ব্যবসায়িবৃন্দ এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সহযোগিতা নিতে পারেন।

কুষ্টিয়া সেমিনারে যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান এর উপস্থাপনা

বিশেষ অতিথি বিআরবি কেবলস এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মজিবর রহমান বলেন, এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। কিন্তু এই মেজার্সগুলো গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ সেমিনারটির মাধ্যমে ব্যবসায়িবৃন্দ অনেক বিষয় জানতে পেরেছেন এজন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও এর কর্মকর্তাবৃন্দকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সেমিনার সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিছু অংশ

দৈনিক ইত্তেফাক

৯ নভেম্বর'২০১৭

সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের ওপর উদ্যোক্তা, বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় ব্যবসায়িগণের প্রশ্নাবলীর জবাব দেন প্রধান অতিথিসহ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ পর্যায়ে সভাপতি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থিত সকলকে সম্যক ধারণা দেন এবং সকলকে কমিশনের সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন বিশ্বায়নের সুফল পেতে হলে এবং বিদেশী পণ্যের সঙ্গে দেশিয় পণ্যকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শিল্পের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে হবে। এ আয়োজনের মাধ্যমে অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যক্রমসহ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের সেমিনার কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সেমিনার কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২.১.২ সিআর কয়েল ম্যানুফেকচারিং ও এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সেমিনার কর্মসূচি:

দেশিয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে ও অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সিআর কয়েল ম্যানুফেকচারিং ও এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম এর সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য ও সরকারের যুগ্ম-সচিব বেগম সেলিমা সুলতানা এনডিসি এবং সভাপতিত্ব করেন সিআর কয়েল ম্যানুফেকচারিং ও এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব খলিলুর রহমান। এছাড়াও বর্ণিত সেমিনারে কমিশনের যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান শারমিনা হাসিন, সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ অংশগ্রহণ করেন। জনাব লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিআর কয়েল ম্যানুফেকচারিং ও এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন, ব্যবসায়ি মহলকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স) গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতন করতে এ সেমিনার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের এ উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং সেইসাথে কমিশন হতে আগত কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য সেলিমা সুলতানা এনডিসি বলেন, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ শুল্ক আইন ১৯৬৯ (৪ নং আইন) এর ধারা 18B.

18A, 18E এর ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্য প্রমাণসহ আবেদন গ্রহণ ও তদন্ত কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ প্রদান করে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ব্যবসায়িদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং এরই অংশ হিসেবে ব্যবসায়ি মহলের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবসায়ি সংগঠন এ সেমিনারের মাধ্যমে উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সেইসাথে এ সেমিনার আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সিআর কয়েল ম্যানুফেকচারিং ও এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় দুটি সেশনের মাধ্যমে। প্রথম সেশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা, ভিশন, মিশন, কার্যাবলি, কমিশনের গঠন, কমিশনের আইন-বিধি এবং সাম্প্রতিক সময়ে কমিশনের অর্জনসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ। দ্বিতীয় সেশনে এন্টি-ডাম্পিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে উপস্থাপন করেন কমিশনের যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান। উক্ত সেশনে ডাম্পিং, এন্টি-ডাম্পিং ও সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের পূর্বশর্ত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ এবং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি, সভাপতি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

পরবর্তীতে সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন এসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এমন একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ি মহলকে সচেতন করতে এ

ধরণের সেমিনার আয়োজন অব্যাহত রাখা এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ি মহলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সেমিনার কর্মসুচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২.১.৩ ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সেমিনার:

গত ২২ এপ্রিল ২০১৮ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ টায় ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সম্মেলন কক্ষে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলিসহ বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা হিসেবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজের সমন্বিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন, কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, আয়কর বিভাগ, ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজের সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ, গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সভাপতি মোঃ আমিনুল হক শামীম। স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেমিনারের সভাপতি মোঃ আমিনুল হক শামীম। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী। বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ ও গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ আমিনুল হক শামীম উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বিনামূল্যে খুব সহজে সেবা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের এই উদ্দ্যোগে ব্যবসায়িবৃন্দ সচেতন হবেন যা বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করবে। সেমিনারে কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী বলেন, বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেন। বিশ্বায়নের যুগে সকল উৎপাদক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়। স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক

ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেমিনার আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য তিনি সভাপতিসহ চেম্বারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ময়মনসিংহ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য

সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ ও মহিনুল করিম খন্দকার। জনাব লতিফ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার এন্টি-ডাম্পিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার ভর্তুকি ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে আলোচনা করেন। ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে দেশিয় শিল্প কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর জন্য করণীয় কী তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

সেমিনার সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিছু অংশ:

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ প্রথম সংরক্ষণে সেমিনার

'দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক ময়মনসিংহে গতকাল রোববার এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্সের যৌথ উদ্যোগে ময়মনসিংহ পৌরসভার সম্মেলনকক্ষে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ চেম্বারের সভাপতি আমিনুল হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ. মো. আবু রায়হান আলবেরুনী। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ট্যারিফ কমিশনের সহকারী প্রধান মো. আবদুল লতিফ, ময়মনসিংহের কর কমিশনার আবুল মনসুর, ময়মনসিংহ বিসিকের উপমহাব্যবস্থাপক নিহার রঞ্জন দাশ। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন চেম্বার পরিচালক শংকর সাহা। সেমিনারে ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ. মো. আবু রায়হান আলবেরুনী বলেন, অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সংগত বিকাশের জন্য ট্যারিফ কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। সেমিনারে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার গোবড়াকুড়া স্থলবন্দরের কয়লা আমদানিকারক, ঠিকাদার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং নারী উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ

দৈনিক কালের কণ্ঠ ২৩ এপ্রিল ২০১৮

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

ময়মনসিংহে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলি নিয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সচেতনতা বাড়াতে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে ময়মনসিংহ পৌরসভা মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যৌথভাবে সেমিনারের আয়োজনে ছিল বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ মো. আবু রায়হান আল বেরুনী। সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ চেম্বারের সভাপতি আমিনুল হক শামীম। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ট্যারিফ কমিশনের সহকারী প্রধান মো. আব্দুল লতিফ, গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার, উপ-কর কমিশনার মো. আব্দুল্লাহ, কাস্টমস এক্সাইজ ভ্যাট বিভাগ ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার মো. সোহেল রানা, বিসিক ময়মনসিংহের ডিজিএম নিহার রঞ্জন দাস প্রমুখ।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০১৮

পরবর্তী পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। স্থলবন্দরের আমদানি ও রপ্তানিকারক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পণ্যভিত্তিক শিল্প সমিতি ইত্যাদিসহ সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের উপর উদ্যোক্তা, এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। প্রশ্নাবলীর জবাব দেন প্রধান অতিথিসহ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ পর্যায়ে সভাপতি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ও সকলকে কমিশনের সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারের পরের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে স্থানীয় ময়মনসিংহ জুট মিলস ও শেপার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাগণ দেশীয় শিল্পের বহুমুখী ব্যবহার ও রপ্তানিমূখী শিল্প পরিদর্শন করে সমস্যাবলীর বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

২.১.৪ রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সেমিনার:

গত ১৪ মে ২০১৮ তারিখ রোজ সোমবার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্মেলন কক্ষে দেশিয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে রাজশাহী জেলা প্রশাসন, অন্যান্য সরকারি দপ্তর, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মোঃ নূর-উর-রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক এস. এম. আব্দুল কাদের। সেমিনারে প্রধান বক্তা ও সমন্বয়ক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ, গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজের সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেমিনারের সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান। বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ ও গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার।

প্রধান বক্তা ও সমন্বয়কের বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী বলেন, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও স্বার্থ সংরক্ষণে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন নিয়ামক ও উদাহরণ দিয়ে ব্যবসায়িবৃন্দকে জটিল বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থাসহ বাণিজ্যের নিয়মকানুন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেমিনার আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য তিনি সভাপতিসহ চেম্বারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ ও গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার।

রাজশাহী সেমিনারে উপস্থাপনা

কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার ভর্তুকি ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে আলোচনা করেন। ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলাফল এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাইন্টারভেইলিং শুল্ক সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের শর্ত

হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন: (১) বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যে রপ্তানিকারক দেশ ভর্তুকি প্রদান করছে, (২) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে অনুরুপ পণ্য উৎপাদনকারি দেশিয় শিল্পের স্বার্থহানি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং (৩) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে। সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের পূর্বশর্ত হল, বাংলাদেশে কোন আমদানিকৃত পণ্যের আমদানির পরিমাণ হঠাৎ করে বেশী হওয়া, বেশী পরিমাণে আমদানির ফলে কোন স্থানীয় শিল্পকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা দেখা দেয় এবং অতিরিক্ত আমদানির কারণেই স্থানীয় শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাজশাহী সেমিনার সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিছু অংশ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ - সোনালী সংবাদ

দেশিয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় রাজশাহী চেম্বারে সেমিনার অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলী, বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং কাউন্টার ভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স) সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা ২-পাতায়, ৩ কলাম

দেশীয় শিল্পের

শেষ পাতার পর

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, অসাধু ব্যবসা রোধে ও ন্যায়সংগত স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত সংস্থা। দেশীয় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে অসম প্রতিযোগিতার অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন অবিলম্বে নিবিড়ভাবে পরীক্ষাক্রমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যথোপযুক্তভাবে শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে। এ সুপারিশ প্রণয়নে কমিশন প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞের সাথে সাধারণ সভা ও গণশুনানির ব্যবস্থা করে। শিল্পজাত পণ্য ও কাঁচামালের উপর শুল্কহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনের সুপারিশসমূহ জাতীয় বাজেটে যথারীতি প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে, বিশেষ অতিথি থেকে আরো বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক এস.এম আব্দুল কাদের। প্রধান বক্তা ও সমন্বয়ক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সদস্য শাহ আবু রায়হান আলবেরুনী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কমিশনের সহকারী প্রধান আব্দুল লতিফ, গবেষণা কর্মকর্তা মহিবুল করিম খন্দকার প্রমুখ।

দৈনিক সোনালী সংবাদ, ১৫ মে ২০১৮

উপস্থাপনার পর অংশগ্রহণকারিদের প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, রেশম শিল্প সমিতি ইত্যাদিসহ সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের উপর উদ্যোক্তা, এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। প্রশ্নাবলীর জবাব দেন প্রধান বক্তাসহ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ পর্যায়ে সভাপতি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থিত সকলকে সম্যক ধারণা দেন এবং সকলকে কমিশনের সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি কর্তৃক এ ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আরো অধিকহারে গ্রহণের আহবানের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শেষ হয়।

৩. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ভুক্ত ০৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির প্রথমটি ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলদেশ ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি । এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগীতা বিভাগের সদস্য শেখ আব্দুল মান্নান, বাণিজ্য নীতি বিভাগের

সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান, যুগ্ম-প্রধান (চ.দায়িত্ব) মিজ রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান শারমিনা হাসিন, সহকারী প্রধান ইউসুফ আলী মজুমদার, গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ এবং গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা আব্দুল লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য রাশিদুল হাসান। তিনি তাঁর বক্তব্যে উন্মুক্ত বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং বাণিজ্য সুরক্ষায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি বিধান এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। ভবিষ্যৎ রপ্তানি লক্ষ্য মাত্রা অর্জন ও রপ্তানি বাণিজ্য সুরক্ষার জন্য এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন এক পণ্য নির্ভর অর্থনীতি হতে বেরিয়ে আসার জন্য রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র দরকার। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি উপস্থাপন করা হয় তিনটি সেশনের মাধ্যমে। প্রথম সেশনে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স সম্পর্কে কমিশনের যুগ্ম-প্রধান মিজ রমা দেওয়ান পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় সেশনে কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা আব্দুল লতিফ কাউন্টার ভেইলিং সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তৃতীয় সেশনে কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার বিস্তারিতভাবে সেইফগার্ড মেজার্স এবং বিশ্বব্যাপি সেইফগার্ড মেজার্সের ব্যবহার সম্পর্কে তুলে ধরেন। প্রতিটি সেশন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সামুদা কেমিক্যালস লি. বিজেএমসি, ওয়ালটন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সমাপনি বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য এসকল বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বিতীয়টি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য শেখ আব্দুল মান্নান, বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান, যুগ্মপ্রধান রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান শারমিনা হাসিন, সহকারী প্রধান জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার, গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ এবং গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাণিজ্য সুরক্ষায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি বিধান অনুযায়ী এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও রপ্তানি বাণিজ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর

গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমানে চলমান বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহের এন্টি-ডাম্পিং কেসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং যথাযথভাবে প্রশ্নমালা পূরণ ও এক্ষেত্রে কমিশনের সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ দেন। রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত মেজার্স গ্রহণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এ ধরণের প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি উপস্থাপন করা হয় তিনটি সেশনের মাধ্যমে। প্রথম সেশনে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স বিষয়টি কমিশনের যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। উক্ত সেশনে ডাম্পিং, এন্টি-ডাম্পিং, এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স গ্রহণের পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। পরবর্তী সেশনসমূহে কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল লতিফ কাউন্টারভেইলিং এবং গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রতিটি সেশন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ভুক্ত ০৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির তৃতীয়টি গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য শেখ আব্দুল মান্নান, বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্য ও বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান শারমিনা হাসিন, উপ-প্রধান ইউসুফ আলী মজুমদার, সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ এবং গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার। কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তিনটি সেশনের মধ্যে প্রথম সেশনে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স বিষয়ে উপস্থাপন করেন কমিশনের যুগ্ম-প্রধান রমা দেওয়ান। দ্বিতীয় সেশনে কমিশনের সহকারী প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ ভর্তুকি, ভর্তুকির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি এবং বিশ্বব্যাপী কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের চিত্র তুলে ধরেন। তৃতীয় সেশনে কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মহিনুল করিম খন্দকার কোন দেশে পণ্যের অত্যধিক আমদানির ফলে দেশীয় শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হলে ক্ষতি নিরসনে সেইফগার্ড মেজার্সের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিটি সেশনে স্টেকহোল্ডারদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সমাপনী বক্তব্যে সদস্য, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য প্রতিবিধান সম্পর্কিত মেজার্স বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

৪. এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ:

৪.১ বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ওপর পাকিস্তান কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্কআরোপ:

পাকিস্তানের হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিতারা পার অক্সাইড লিঃ এবং মেসার্স ডেসকন অক্সিক্যাম লিঃ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন গত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক তদন্ত শুরু করে। পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারী চিহ্নিত করে এবং প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানগুলো হলোঃ (১) তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: (২) সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: এবং (৩) এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এ বিষয়ে রপ্তানিকারকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক করে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং আইন ও বিধিমতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়। এরই মধ্যে পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন রপ্তানি মূল্যের ওপর সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ এর ক্ষেত্রে ২২.৮০%, তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ এর ক্ষেত্রে ২৫.৬৩% এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২৫.৬৩% ডাম্পিং মার্জিন হিসাব করে সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর গত ১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ১৯.৩২% সাময়িক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে। পরবর্তীতে ১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এর ওপর চূড়ান্ত মেজার্স হিসেবে তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: এর ওপর ১২.১৪%, সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: এর ওপর ১০.৬৭% এবং অন্যান্যদের ওপর ১২.১৪% এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে। পাকিস্তানের ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আপীলাত ট্রাইব্যুনালে সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি: আপীল দায়ের করেছেন। ট্রাইব্যুনালে আপীলের শুনানি চলমান রয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪.২ বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটজাত পণ্যের ওপর ভারত সরকারের এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ:

ভারতের Directorate General of Anti-dumping and Allied Dutes (DGAD) এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় Customs Tariff Act 1975 এর 9A, Sub-sections (1) ও (5) এবং The Customs Tariff (Identification,Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 এর 18 and 20 অনুযায়ী 01/2017- Customs (ADD) নং স্মারকে ০৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিভিন্ন ধাপের শুল্ক আরোপের বিষয়টি নোটিফিকেশনে

উল্লেখ করা হয়। যেসকল প্রতিষ্ঠান প্রশ্নমালা পূরণ করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছিল তাদের মধ্যে নমুনায়নকৃত প্রতিষ্ঠান ও অ-নমুনায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্নহারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া যারা প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেননি তাদের জন্য এবং অন্যান্যদের জন্য ভিন্ন ধরণের শুল্ক আরোপ করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের ৫ (পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান ভারতের আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করলে তা প্রথম বৈঠকেই খারিজ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এবং নেপাল হতে আমদানিকৃত পাটপণ্য (Jute products comprising of jute yarn/twine, multiple folded/cabled and single, Hessian fabrics and jute sacking bags) ডাম্পিং হচেছ মর্মে ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন থেকে অভিযোগ সম্বলিত আবেদন ভারতের Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) বরাবর করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে DGAD তদন্ত শুরুর নোটিফিকেশন জারি করে। আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেওয়ার সময় সীমা দুইবার বৃদ্ধি করে। ভারতের কলকাতাতে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের ওপর তদন্ত বিষয়ক আলোচনায় ৫ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। ২৬টি প্রতিষ্ঠান প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেয়। আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শুনানি প্রথমে ০৮ জুন ২০১৬ তারিখের পরিবর্তে ১০ জুন ২০১৬ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আবারও শুনানি ১০ জুন ২০১৬ তারিখের পরিবর্তে ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে নির্ধারণ করা হয়। গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শুনানিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধিসহ সরকারের প্রতিনিধি, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রতিনিধি, রপ্তানিকারকবৃন্দ, ভারতের আমদানিকারকবৃন্দ, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকবৃন্দের আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের লিখিত বক্তব্য ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ভারতের ডাইরেকটোরেট জেনারেল আব এন্টি-ডাম্পিং এন্ড এ্যালাইড ডিউটিজ (ডিজিএডি)বরাবর প্রেরণ করা হয়। ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ ৩১ জুলাই হতে ০৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাটপণ্য উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে On-the-spot verification পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের দুইজন কর্মকর্তা ভেরিফিকেশন টিমের সাথে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটপণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ বিষয়ে তদন্ত শেষে ভারতের ডিজিএডি এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সুপারিশ সম্বলিত ফাইনাল ফাইন্ডিংস ২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভারত সরকারের (অর্থ মন্ত্রণালয়) নিকট প্রেরণ করে। ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে গেজেট জারি করে।

পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে রিভিউ আবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সিদ্ধান্তমতে রিভিউ

আবেদন দাখিল বিষয়ে ০৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে অংশীজনদের নিয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রিভিউ আবেদন দাখিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারবৃন্দের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ২৬ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধুমাত্র রাজবাড়ী জুট মিলস, জনতা জুট মিলস (কপি সফট), রিলায়েন্স জুট মিলস, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এবং কেরাণীগঞ্জ জুট মিলস আংশিক তথ্য সরবরাহ করে যা রিভিউ আবেদনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। রিভিউ আবেদন দাখিলের জন্য ১১ মার্চ ২০১৮ তারিখে কমিশনে আবারও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তমত তথ্য-উপাত্ত চেয়ে পুনরায় স্টেকহোল্ডারদের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ায় কমিশন হতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট রিভিউ আবেদন করা সম্ভব নয় মর্মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানান হয়। পরবর্তিতে তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিভিউ আবেদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪.৩ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এর ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ:

এন্টি-ডাম্পিং তদন্ত পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভারতের ডাইরেকটোরেট জেনারেল অব এন্টি-ডাম্পিং এন্ড এ্যালাইড ডিউটিজ (ডিজিএডি) এর নিকট ভারতীয় দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কোরিয়া, বাংলাদেশ, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ড হতে রপ্তানিকৃত 'হাইড্রোজেন পার অক্সাইড' ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে অভিযোগ সম্বলিত আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনে এন্টি-ডাম্পিং তদন্ত শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কাস্টমস ট্যারিফ এ্যাক্ট ১৯৯৫ অনুসারে গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ইনিসিয়েশন নোটিফিকেশন জারি করে। ডিজিএডি বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারিকে চিহ্নিত করে এবং প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। এগুলো হলোঃ (১) তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:, (২) সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:, (৩) এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। ডিজিএডি কর্তৃপক্ষের দুইজন তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে। ভারতীয় অর্থ মন্ত্রণালয় ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে চূড়ান্তভাবে শুল্ক আরোপ করে গেজেট জারি করে। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক পরিশোধ করে রপ্তানি করছে। চূড়ান্ত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক হার নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের নাম	এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক হার
সামুদা কেমিক্যাল	৪৬.৯০ ডলার পার টন
তাসনিম কেমিক্যাল	২৭.৮১ ডলার পার টন
এ.এস.এম ক্যামিকালস	৪৬.২৯ ডলার পার টন
অন্যান্য	৯১.৪৭ ডলার পার টন

রপ্তানিকারকদের মধ্য হতে সামুদা কেমিক্যাল লিমিটেড আপীলাত ট্রাইবুনাল ও পরবর্তীতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করে। ভারতের আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট আবেদন খারিজ করে দেয়। এ বিষয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে আপিল পরবর্তী শুনানিতে রপ্তানিকারক ও সরকারের পক্ষ হতে অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক হার পরিবর্তন হয়নি। অন্যদিকে থাইল্যান্ডের মেসার্স থাই পারঅক্সাইড কোম্পানি লিমিটেড এর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রতি টনে ১৬.৯১ থেকে বেড়ে ৩১.৫৯ ডলার হয়েছে। থাইল্যান্ড হতে অন্যান্য রপ্তানিকারকদের এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রতি টনে ৬৩.৩২ থেকে বেড়ে ৭৪ ডলার হয়েছে। মিডটার্ম রিভিউতে অংশগ্রহণের জন্য রপ্তানিকারকদের পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিষয়টি ফলোআপসহ মনিটরিং করা হচ্ছে।

৫. এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম:

৫.১ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত ফিশিং নেট রপ্তানির ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত ফিশিং নেটের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে ভারতের এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করে। গত ৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ভারতের ডাইরেকটোরেট জেনারেল অব এন্টি-ডাম্পিং এন্ড এ্যালাইড ডিউটিজ (ডিজিএডি) কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ ও চীন হতে আমদানিকৃত ফিশিং নেট এর ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের তদন্ত শুরুর অবহিতকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বাংলাদেশ হতে কোন রপ্তানিকারক প্রশ্নমালা পূরণ করেননি। এ বিষয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারি ভারতের নয়া দিল্লীতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । শুনানিতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ফাইনাল ফাইনডিংস প্রকাশ করে। এতে দেখা যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এইচ এস কোড ৫৬০৮.১১.১০ এর ওপর ইউএসডি ২.৬৯ ডলার প্রতি কেজি এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশে এ শুল্ক আরোপিত পণ্যটির উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ায় রপ্তানি খাতে কোনো প্রভাব পড়বে না। বিষয়টি ফলোআপসহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

৫.২ বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত সিনথেটিক সুতার (Yarn /Thread of Synthetic Staple Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের Circumvention তদন্ত কার্যক্রম:

২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত সিনথেটিক সূতা (Yarn/Thread of Synthetic Staple Fibre) এর ওপর তুরস্ক সরকার এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের Circumvention তদন্ত শুরু করে। এ বিষয়ে গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের পক্ষ হতে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।- বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে তুরস্ক সরকার সারকামভেনশন তদন্তের প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেওয়ার সময়সীমা ১৯ ফেব্রুয়ারি

২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ওয়েল গ্রুপ প্রশ্নমালা পূরণ করে তুরস্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছে। বিষয়টি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পক্ষ হতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

৫.৩ বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত জুট সেকিং ক্লথের ওপর ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত কার্যক্রম:

গত ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত সেকিং ক্লথ এর ওপর ভারত সরকার এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত শুরু করে। গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রশ্নমালা পূরণ করে পাঠানোর সময়সীমা দুইবার বৃদ্ধি করে ৮ জুন ২০১৮ নির্ধারণ করে। প্রশ্নমালা পূরণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পক্ষ হতে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (বিজেএমসি) আওতাধীন মিলের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য জুট মিলের কর্মকর্তাদের প্রশ্নমালা পূরণে সহযোগিতা করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেওয়ার জন্য কমিশন হতে স্টেকহোল্ডারদের তাগিদ দেয়া হয়। বাংলাদেশ হতে ইস্টার্ণ জুট মিলস, জাতীয় জুট মিলস, লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস, ময়মনসিংহ জুট মিলস এবং হাফিজ জুট মিলস মোট ৫ (পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান প্রশ্নমালা পূরণ করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছে মর্মে প্রতিষ্ঠানগুলো ই-মেইলে জানায়। বিষয়টি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পক্ষ হতে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

৬. গবেষণাকর্ম:

৬.১ Anti-dumping cases faced by Bangladesh: A Lesson Learned and Way Forward সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে রপ্তানিকারকগণের ওপর চলমান সাম্প্রতিক তিনটি এন্টি-ডাম্পিং সংক্রান্ত তদন্তের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ও চলমান সকল এন্টি-ডাম্পিং সংক্রান্ত মেজার্সসমূহ তুলে ধরা হয়। সার্বিক পর্যালোচনা শেষে বাংলাদেশে এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক অভিজ্ঞ আইনজীবী না থাকা, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মান বজায় না রাখা এবং তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতাকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব সমস্যা উত্তরণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষের ন্যায় দক্ষ জনবল, পেশাদার হিসাববিদ ও স্থায়ী আইনজীবী নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। পাকিস্তানের ন্যাশনাল ট্যারিফ কমিশনের ন্যায় রপ্তানিকারক ও দেশীয় উৎপাদনকারিদের সহায়তার জন্য প্রি এপ্লিকেশন কাউন্সেলিং সেল গঠনের সুপারিশ করা হয়। তদুপরি এন্টি-ডাম্পিং তদন্তের তথ্য প্রদানের জন্য রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ নীতি মেনে হিসাবরক্ষণ ও তথ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

৬.২ Countervailing practice in the neighboring countries of Bangladesh শীর্ষক স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে Countervailing practice in the neighboring countries of Bangladesh শীর্ষক স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বব্যাপী ভর্তুকির প্রচলন রয়েছে কিন্তু এই ভর্তুকি ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন স্টাডি নেই বলে বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কাজ হাতে নেওয়া হয়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অর্থনীতির দেশ ভারত, পাকিস্তান ও চীন ভর্তুকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে পার্শ্ববর্তী দেশ তিনটি যতগুলো না ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি তদন্ত মোকাবেলা করেছে। বাংলাদেশ ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কোন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করেনি এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও কোন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ হয়নি। এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের পরিমাণ, শুল্ক আরোপিত সেক্টর, আরোপকারি ও আরোপিত দেশ এবং পার্শ্ববর্তী ভারত, পাকিস্তান ও চীনের কাউন্টারভেইলিং শুল্কের আইন-বিধি ও শুল্ক আরোপের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। এই গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট কিছু ফাইন্ডিংস পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশে এ ধরণের শুল্ক আরোপের প্রতিবন্ধকতা ফুটে উঠে।

৭. বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

০১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

০২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

০৩. বিশেষায়িত মিড-টার্ম রিভিউ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন;

০৪. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৫. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৬. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

০৭. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৮. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

০৯. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আনফেয়ারভাবে রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

১০. Manual on procedural and substantive issues of Anti-dumping duties প্রণয়ন।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের ‘মনিটরিং সেল’ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করছে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের ‘দ্রব্যমূল্য মনিটরিং’- এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে “শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ” বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

২. বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যাবলি:

১। কালি প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি আমদানিকৃত কালির ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণের জন্য আবেদন জানিয়েছে। বাংলাদেশে ছাপার কালির চাহিদা স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। দেশে দু' ধরনের ছাপার কালির উৎপাদন হয়। (১) শিট ফেড এন্ড ওয়েব অফসেট এবং (২) ফ্লাক্সোগ্রেভিয়ার ছাপার কালির স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। অথচ স্থানীয় চাহিদার ৭৫% ছাপার কালি আমদানি করা হয়। বাংলাদেশে ৩ ধরণের ছাপার কালির আমদানিকারক রয়েছে। ১. বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ২. রপ্তানিমুখী বন্ডেড আমদানিকারক ও ৩. ভ্যাট রেজিষ্টার্ড সরাসরি কালি আমদানিকারক।

বিগত ৩ অর্থবছরের আমদানি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতি বছরই আমদানির পরিমাণ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে একই সময়ে স্থানীয় উৎপাদন প্রতিবছরই হ্রাস পাচ্ছে। আমদানি তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমদানিকৃত কালির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে ছাপার কালি আমদানিতে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারিত না থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কালি শুল্কায়িত হওয়ায় স্থানীয় উৎপাদনকারিগণ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না ।

যৌক্তিকতা: আন্তর্জাতিক বাজারে কালি সরবরাহকারিগণ বন্ড সুবিধা ভোগকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট যে মূল্যে কালি সরবরাহ করছে, ঐ একই কালির বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ তার চেয়েও কম মূল্যে কালি আমদানি করছে। বাজারে আমদানিকৃত ছাপার কালির শুল্ক পরিশোধ করে যে মূল্যে বিক্রয় হওয়ার কথা তা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাপার কালির এইচ.এস. কোড ৩২১৫.১১.৯০, ৩২১৫.১৯.১০, ৩২১৫.১১.১০, ৩২১৫.১৯.৯০ ও ৩২১৫.৯০.৯০ আমদানিতে আন্তর্জাতিক বাজার দর ও কান্ট্রি অব অরিজিন বিবেচনা করে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২। বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার পুনঃ নির্ধারণ বিষয়ে আবেদন করেছে। বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশনভূক্ত ৫৩টি প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১১৭টি ফিশিং ট্রলার রয়েছে। এ সকল ট্রলার দিয়ে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়।

ট্রলারে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত বিশেষায়িত জাল এইচ.এস.কোড ৫৬০৮.১১.১০ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-১৩৫-আইন/১১৫/১৫/কাস্টমস তাং- ০৪ জুন ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত করে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে ১% শুল্ক সুবিধায় আমদানির সুযোগ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১২৮-আইন/২০১৭/১৪/কাস্টমসতাং-০১ জুন ২০১৭ এর মাধ্যমে ১৩৫ নং এস.আর.ও রহিত করে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা হালনাগাদ করা হয়। উক্ত

এস.আর.ও থেকে মাছ ধরার জাল এইচ.এস.কোড ৫৬০৮.১১.১০ বাদ দেয়ার ফলে এটিভিসহ মোট ৩১.০৭% শুল্ক প্রদান করে আমদানি করতে হচ্ছে।

যৌক্তিকতা: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মাছ ধরার জাল হতে পূর্বে প্রদানকৃত ১%শুল্ক সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। এর ফলে গভীর সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। বছরে ৮৫ দিন সাগরে ট্রলার দ্বারা মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তা'ছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বছরের বেশির ভাগ সময় গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণ করা সম্ভব হয় না। তাদের ট্রলারসমূহ বছরে ১৫০ দিনের বেশি মাছ আহরণের জন্য সাগরে অবস্থান করতে পারেনা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণের সময় একদিকে কমে এসেছে অন্যদিকে জাল আমদানিতে শুল্ক ১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১% হওয়ায় আহরিত মাছের উৎপাদন খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী মূল্যে মাছ রপ্তানি ব্যহত হচ্ছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: মৎস্য শিল্পের সম্ভাবনা ও একে রপ্তানিমুখি শিল্প বিবেচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মাছ ধরার জাল (এইচ.এস. কোড ৫৬০৮.১১.১০)-কে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে বিবেচনা করে ১% হারে শুল্ক নির্ধারণপূর্বক আমদানি শুল্ক প্রদান করতে পারে।

৩। অন্যরকম ইলেকট্রনিক্স কোং লিঃ সম্পূর্ণায়িত ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজারের শুল্ক বৃদ্ধি ও এর কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। দেশে এ ধরনের বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ ইউনিট ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার এর চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদার ৭০% পূরণ করা হয় আমদানির মাধ্যমে বাকি ৩০% স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা হয়। ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার আমদানিতে নির্দিষ্ট কোন এইচএস.কোড না থাকায় আমদানিকারকগণ ৮৫০৪.৪০.৯০ (other) এইচ.এস.কোডটি ব্যবহার করে থাকে যার মোট শুল্কহার ২৬.২৭% এবং কাঁচামালের গড় আমদানি শুল্ক হার ৪৯.৩৮%। উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের শুল্কহার বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমান শুল্কহার সম্পূর্ণায়িত পণ্য ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করছে। দেশে উৎপাদিত ষ্ট্যাবিলাইজারের গুণাগুণ ভাল বলে জানা যায় ।

যৌক্তিকতা: বর্তমানে দেশীয় উৎপাদনকারীগণ ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজারের উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। কারণ উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অপেক্ষা আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য অনেক কম হওয়ায় ব্যবহারকারীগণ আমদানিকৃত পণ্যের দিকে ঝুঁকছে। বাংলাদেশে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ভোল্টেজ উঠা-নামার ফলে বাসা-বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও রেফ্রিজারেটসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স

ডিভাইসসমূহে ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার ব্যবহৃত হয়। ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজারের ব্যবহার বিগত কয়েক বছরে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাংলাদেশে এ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

ক. সম্পূর্ণায়িত পণ্য ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার আমদানিতে পৃথক এইচ.এস.কোড সৃজন করা যেতে পারে।

খ. ভ্যাট রেজিষ্টার্ড ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত প্রাথমিক কাঁচামাল ফর্মড কোর (এইচ. এস.কোড ৮৫০৪.৯০.২০),

গ. এ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার (এইচ.এস.কোড ৭৬০৫.১১.০০) এবং

ঘ. উইন্ডি ওয়্যার (এইচ.এস. কোড ৮৫৪৪.১১.৯০) আমদানিতে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা যেতে পারে ।

৪। প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকালে পণ্যে বিভিন্ন ধরণের রঙের বৈচিত্র্য আনার জন্য মাস্টারব্যাচ ব্যবহৃত হয়। মাস্টারব্যাচ সাধারণতঃ দু'ধরণের হয়ে থাকে, যেমন: ১.কালার মাস্টারব্যাচ ও ২. সিসি ফিলার মাস্টারব্যাচ। সম্প্রতি বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশের ফলে মাস্টারব্যাচের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাস্টারব্যাচের স্থানীয় উৎপাদন শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন মাস্টারব্যাচের চাহিদা রয়েছে। তবে এ চাহিদা প্লাস্টিক শিল্প বিকাশের সাথে ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে মাস্টারব্যাচ আমদানির জন্য দু'টি এইচ.এস.কোড রয়েছে। একটি সিসি ফিলার মাস্টারব্যাচ আমদানির জন্য ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড ৩২০৬.১৯.১০। অন্যটি এইচ.এস.কোড ৩২০৬.১৯.৯০ যার বর্ণনায় রয়েছে আদার (অন্যান্য)। কালার মাস্টারব্যাচ আমদানির জন্য কোন এইচ.এস.কোড না থাকায় বাংলাদেশে কালার মাস্টারব্যাচ আমদানিকারকগণ ৩২০৬.১৯.৯০ এইচ.এস.কোড ব্যবহার করে। বিদ্যমান শুল্ক কাঠামোতে ফিলার মাস্টারব্যাচ এইচ.এস.কোড ৩২০৬.১৯.১০-এ কাস্টম ডিউটি ১০% সহ মোট শুল্ক ৩১.০৭% এবং আদার (অন্যান্য) ৩২০৬.১৯.৯০ এইচ.এস.কোড-এ কাস্টম ডিউটি ৫%সহ মোট শুল্ক ৩১.০৭% থাকায় কালার মাস্টারব্যাচ ফিলার মাস্টারব্যাচ অপেক্ষা কম শুল্কে আদার (অন্যান্য) এইচ.এস.কোড ব্যবহার করে দেশে প্রবেশ করছে।

যৌক্তিকতা: আন্তর্জাতিক বাজারে ফিলার মাস্টারব্যাচ অপেক্ষা কালার মাস্টারব্যাচের মূল্য অনেক বেশি। এ ছাড়া, মাস্টারব্যাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল টিটেনিয়াম অক্সাইড, বেরিয়াম সালফেট, পিগমেন্ট, আর্টিফিসিয়াল ওয়াক্স, পলিথিলিন ও কোটেড ক্যালসিয়াম যার গড় আমদানি শুল্ক ৩৮.৫৪%। মাস্টারব্যাচের কাঁচামালের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণায়িত পণ্য অপেক্ষা অধিক। যার ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ মাস্টারব্যাচ উৎপাদন করে আমদানিকারকদের সাথে অসম প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হচ্ছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ: মাস্টারব্যাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার ও কাঁচামালের বিকল্প ব্যবহার পর্যালোচনাপূর্বক পুন:বিবেচনা করা যেতে পারে। কালার মাস্টারব্যাচ আমদানির জন্য সুনির্দিষ্ট এইচ.এস.কোড প্রণয়ন করে শুল্কহার নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন :-

ক. মাস্টারব্যাচ আমদানির জন্য স্বতন্ত্র এইচ.এস.কোড সৃষ্টি করে যৌক্তিক হারে শুল্কারোপ করা যেতে পারে;

খ. কালার মাস্টারব্যাচ আমদানির বিদ্যমান এইচ.এস.কোড ৩২০৬.১৯.৯০ আদার (অন্যান্য) এর শুল্ক ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যেতে পারে;

গ. ফিলার মাস্টারব্যাচ এইচ.এস.কোড ৩২০৬.১৯.১০ এর কাস্টম ডিউটি ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যেতে পারে।

৫। মেসার্স ইফাদ অটোস লিঃ সিকেডি অবস্থায় ডাম্পার/টিপার আমদানিতে শুল্কহার পুনঃ নির্ধারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। ইফাদ অটোস লিঃ বিযুক্ত (সিকেডি) অবস্থায় বাস, ট্রাক, ডাম্পার/টিপার আমদানি করে স্থানীয়ভাবে সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করে থাকে। ডাম্পার/টিপার মূলতঃ স্থাপনা উন্নয়ন, ভারি দ্রব্য পরিবহণ ও বর্জ্য অপসারণের জন্য বিশেষায়িত একধরণের পরিবহন যা দেখতে সাধারণ ট্রাকের মত। কিন্তু বডি বিশেষায়িত এবং যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকায় ভারি দ্রব্যাদি পরিবহণের সুযোগ রয়েছে।

যৌক্তিকতা: ডাম্পার/টিপার আমদানিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুল্কহার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সম্পূর্ণায়িত (সিবিইউ) ডাম্পার/টিপার আমদানির জন্য ৪টি এইচ.এস.কোড রয়েছে। সিবিইউ ডাম্পার/টিপার আমদানিতে মোট আমদানি শুল্ক ৪৩.০৮% কিন্তু সিকেডি অবস্থায় ডাম্পার/টিপার আমদানির জন্য কোন এইচ.এস.কোড নেই। ফলে সিকেডি অবস্থায় ডাম্পার/টিপার আমদানির জন্য উক্ত হেড-এর আদার (অন্যান্য) এইচ.এস.কোড ব্যবহার করতে হয় যার আমদানি শুল্ক ৫৮.৬৯%। উল্লেখ্য সিকেডি অবস্থায় ট্রাক আমদানিতে মোট শুল্ক ৩৭.০৭%।

অতিরিক্ত লোড-এর কারণে শুধু অবকাঠামোর ক্ষতিই হয় না বাণিজ্যিক যানবাহনসমূহেরও জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। তাই বাণিজ্যিক পরিবহনের অতিরিক্ত লোড অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। উৎপাদনকালে এ ধরণের যানবাহনের লাইফ টাইম ১৫ বছর ধরা হয় কিন্তু অতিরিক্ত লোড বহনের ফলে ৫-৭ বছর পর থেকেই বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অতিরিক্ত লোড আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে অতিরিক্ত লোডের সাথে বাণিজ্যিক পরিবহন উৎপাদন, সংযোজন ও আমদানির কোন সম্পর্ক নেই। ডাম্পার/টিপার ট্রাকের ন্যায় চেসিস, ইঞ্জিন ও কেবিন এই তিনভাগে বিযুক্ত অবস্থায় আমদানি করা হয় এবং টিপিং সেকশন স্থানীয়ভাবে সংযোজন করা হয়। স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ৩০% এবং বিদ্যমান কারখানায় প্রায় ২৫০০ ইউনিট ডাম্পার/টিপার

সংযোজন করা সম্ভব যা স্থানীয় চাহিদার ৮৫%। এ ধরণের কারখানা মূলত: প্রোগ্রেসিভ শিল্প। সিকেডি ডাম্পার/টিপার আমদানিতে শুল্কহার পর্যালোচনার বিষয়টি যৌক্তিক। ট্রাকের ন্যায় সিকেডি ডাম্পার/টিপার আমদানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের দিক ও আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বিষয় বিবেচনায় স্বতন্ত্র এইচ.এস.কোড সৃজনপূর্বক শুল্কহার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ : সিকেডি ডাম্পার/টিপার আমদানির জন্য স্বতন্ত্র এইচ.এস.কোড সৃজনপূর্বক বিযুক্ত ট্রাকের ন্যায় স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার বিবেচনায় শুল্কহার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬। বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণায়িত পণ্যসুইচ ও সকেট আমদানিতে ট্যারিফ ভ্যালু বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, সুইচ ও সকেট উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল হচ্ছে- ইউরিয়া রেজিন এইচ.এস.কোড ৩৯০৯.১০.০০, ব্রাশশীট, ব্রোঞ্জশীট ও ব্রাশরড এইচ.এস.কোড যথাক্রমে ৭৪০৭.২১.০০, ৭৪০৭.৩১.০০ ও ৭৪০৭.৩৯.০০ এ সকল কাঁচামালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যকে ভিত্তি ধরে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণের উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় গুণগত মানসম্পন্ন সম্পূর্ণায়িত পণ্য প্রতি কেজি সুইচ ও সকেট উৎপাদন করা হলে প্রতি কেজির উৎপাদন খরচ ৬.৫-৭ ইউএস ডলার । তাই সম্পূর্ণায়িত পণ্য সুইচ ও সকেট আমদানিতে সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু আমদানি খরচকে ভিত্তি ধরে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রকৃত উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সুইচ ও সকেট আমদানি করা হলে স্থানীয় উৎপাদনকারী অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং সরকার প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

মতামত: সুইচ ও সকেট এইচ.এস.কোড ৮৫৩৬.৫০.০০ আমদানিতে সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু ৬.৫ ইউএস ডলার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৭। বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণায়িত পণ্য অন্যান্য (আদার) ইলেকট্রিক্যাল প্লাগ/সকেট আমদানিতে ট্যারিফ ভ্যালু বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অন্যান্য (আদার) ইলেকট্রিক্যাল প্লাগ/সকেট উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল হচ্ছে- ইউরিয়া রেজিন এইচ.এস.কোড ৩৯০৯.১০.০০, ব্রাশশীট, ব্রোঞ্জশীট ও ব্রাশরড এইচ.এস.কোড যথাক্রমে ৭৪০৭.২১.০০, ৭৪০৭.৩১.০০ ও ৭৪০৭.৩৯.০০ এ সকল কাঁচামালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যকে ভিত্তি ধরে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণের উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় গুণগত মানসম্পন্ন সম্পূর্ণায়িত পণ্য প্রতি কেজি অন্যান্য (আদার) ইলেকট্রিক্যাল প্লাগ/সকেটএর উৎপাদন ব্যয় ৫.৫ থেকে ৬.৫ ইউএস ডলার। তাই সম্পূর্ণায়িত পণ্য ল্যাম্প হোল্ডার আমদানিতে সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু আমদানি খরচকে ভিত্তি ধরে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রকৃত উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে অন্যান্য (আদার) ইলেকট্রিক্যাল প্লাগ/সকেটআমদানি করা হলে স্থানীয় উৎপাদনকারী অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং সরকার প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

মতামত: অন্যান্য (আদার) ইলেকট্রিক্যাল প্লাগ/সকেট এইচ.এস.কোড ৮৫৩৬.৬৯.০০ আমদানিতে সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু ৬.৫ ইউ.এস ডলার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৮। বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণ বিযুক্ত (সি.কে.ডি) ও আধা বিযুক্ত (এস.কে.ডি) অবস্থায় সুইচ সকেট পার্টস এইচ.এস.কোড ৮৫৩৮.৯০.১০ ও ৮৫৩৮.৯০.৯০ আমদানিতে বিদ্যমান ট্যারিফ ভ্যালূ প্রতি কেজিতে ২.৫ ইউ.এস ডলার থেকে ৭.৫ ইউ.এস ডলারে উন্নীত করার জন্য কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমানে ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রতি কেজি সুইচ সকেট-এর পার্টস বিযুক্ত অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালু ২.৫ ইউ.এস ডলার নির্ধারিত রয়েছে। বাংলাদেশে দুই ধরণের উৎপাদনকারী রয়েছে।

কম্পোজিট সুইচ সকেট উৎপাদনকারী যারা সুইচ সকেটের সকল প্রকার পার্টস বাংলাদেশে উৎপাদন করে। যেখানে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ৬০%-৯০%। অন্যদিকে সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান যারা সি.কে.ডি/ এস.কে.ডি অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সুইচ সকেট-এর পার্টস বিযুক্ত অবস্থায় আমদানিপূর্বক কোন প্রকার মূল্য সংযোজন ব্যতিরেকে স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করে থাকে। বর্তমানে সুইচ সকেট-এর পার্টস আমদানিতে ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতি কেজি পার্টস আমদানিতে ২.৫ ইউ.এস ডলার মূল্যে শুল্কায়ন করে থাকে। এ সকল স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল যথা- ইউরিয়া রেজিন, পলি কার্বনেট, ফসপার কপার ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। উৎপাদনে ব্যবহৃত এ সকল কাঁচামালের হার ও আন্তর্জাতিক বাজার দর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতি কেজি স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনে সর্বনিম্ন উৎপাদন খরচ ৬-৬.৫ ইউ.এস ডলার। সে হিসেবে সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু ২.৫ ইউএস ডলার নির্ধারিত থাকায় স্থানীয় কম্পোজিট উৎপাদনকারীগণ সংযোজনকারী ও বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণের সাথে অসম প্রতিযোগিতার শিকার হচ্ছে। এছাড়া এ সকল পণ্য বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত হয়। নিম্নমানের পণ্য আমদানির ফলে প্রতি নিয়ত দুর্ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। স্পেয়ার পার্টস এর উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় যৌক্তিক হারে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ করা হলে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ সুরক্ষা পাবে। সেই সাথে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

মতামত: সুইচ সকেট এর স্পেয়ার পার্টস এইচ.এস.কোড ৮৫৩৮.৯০.১০ ও ৮৫৩৮.৯০.৯০ আমদানিতে প্রতি কেজি সর্বনিম্ন ট্যারিফ ভ্যালু ৬.০ ইউ.এস ডলার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৯। ভারত থেকে হিমায়িত গরুর মাংস আমদানির বিষয়ে বিদ্যমান আইন-কানুনের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত "(ক) ভারত থেকে হিমায়িত গরুর মাংস আমদানি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিদ্যমান আইন-কানুনের আলোকে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যারিফ

কমিশন, এফবিসিসিআই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডব্লিউটিও সেল ০১ (এক) মাসের মধ্যে লিখিত মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদান করবে।" বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টির উপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছে।

মতামত:

(ক) হিমায়িত গরুর মাংস আমদানি করা হলে দেশীয় খামারীরা/উৎপাদকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;

খ) গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ঋণ আদায়ে ব্যত্যয় ঘটবে, যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে;

(গ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, দেশে মাংসের চাহিদার তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০.১৯ লক্ষ মে. টন বেশি উৎপাদন হয়েছে।

(ঘ) আমদানিকৃত হিমায়িত গরুর মাংস রপ্তানিকারক দেশে কি প্রক্রিয়ায় গরু জবাই করা হয়, তা ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক এবং হালাল কিনা তা জনমনে দ্বিধা সৃষ্টি হতে পারে;

(ঙ) আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ হিমায়িত গরুর মাংস আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য না, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতিক্রমে এবং শর্ত সাপেক্ষে মাংস আমদানি করা যেতে পারে;

(চ) আমাদের দেশে আমদানিকৃত হিমায়িত মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক বন্দরসমূহে পর্যাপ্ত পরীক্ষণ এবং সনদ ব্যবস্থা আছে কি না তা প্রশ্ন থেকে যায়;

(ছ) আমদানিকৃত মাংসে Ractopamine (A drug that promotes rapid growth in cows which linkd with serious animal health and behavioral problems) and growth hormons সংক্রান্ত উপাদান পাওয়া যেতে পারে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

১০। আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় কাটার সাকসন ড্রেজার রপ্তানিতে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত প্রতিবেদন। গত ৩১/১২/২০০৯ তারিখে তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড বর্তমান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে মজি-কর্ণফুলী জয়েন্ট ভেঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিঃ নামে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন গ্রহণ করে। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন নাম্বার JV 20091218-c প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ৯৪৪/এ স্টেন্ড রোড, মাঝির ঘাট, চট্টগ্রাম। ফ্যাক্টরীর ঠিকানা- ইছা নগর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম। শিল্পের ধরণ: Ship and Boat Building & Repairing। নিবন্ধন অনুসারে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য/সেবা: মুরিং বোট, সি ট্রাক, টাগ বোট, ট্যাঙ্কার, ফিসিং ট্রলার, ড্রেজার, ভ্যাসেল ও কার্গো শীপ। এ ছাড়া নিবন্ধন পত্রে মেশিনারিজ, উৎপাদন ক্ষমতা, বিনিয়োগ, বিনিয়োগের প্রকৃতি, বিনিয়োগকারী দেশ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে আসার পর থেকে বহু জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ করে আসছে। বর্তমানে তাদের ডক ইয়ার্ডে অনেক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ চলছে। বাংলাদেশে ড্রেজারের আমদানি নির্ভর চাহিদা ও নদী পথের নাব্যতা রক্ষায়

সরকারের নীতি বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যন্ত তারা ১৮টি ড্রেজার নির্মান করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সরবরাহ করছে। ঐ ড্রেজারগুলি কুষ্টিয়ার গড়াই নদী, মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট, মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ঘাট ও সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীসহ অন্যান্য নৌ-পথে নাব্যতা রক্ষার্থে পলিযুক্ত বালু অপসারনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি আরো ১০টি ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক জলযান সমূহ নির্মান করছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বিদেশ হতে বাংলাদেশে ড্রেজার আমদানী করা হত। এছাড়া তারা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সমুদ্রগামী ১৫,০০০ টনের সম্পূর্ন ধংসপ্রাপ্ত একটি তৈলবাহী জাহাজ মেরামত করার পর সচল করে, ফলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয় এবং জাহাজ মেরামতে বাংলাদেশ বিশ্বমানের খ্যাতি লাভ করে।

সম্প্রতি ভারতের সাথে বাংলাদেশের Coastal Agreement I Protocol on Inland Water Route কার্যকরী হওয়ায় ছোট ও মাঝারী আকারের অনেক জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বাজারেই ঐ জাহাজগুলি তৈরী করা সম্ভব। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি আর্ন্তজাতিক টেন্ডারে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ড্রেজার তৈরী করে সরবরাহ করার কার্যাদেশ গ্রহণ করছে। তবে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ার আশংকা রয়েছে। শিপ বিল্ডিং শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ড্রেজার বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এই শিল্পে হাজার হাজার দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নিয়োজিত আছে। এই শিল্পের মাধ্যমে অদক্ষ শ্রমিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে বিদেশে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে চাকুরী নিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উত্তরোত্তর প্রসারের ফলে সমুদ্রগামী জাহাজ ও ড্রেজার বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী করতে হচ্ছেনা যার মাধ্যমে বড় অংকের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে প্রতিযোগিতামূলক কমমূল্যে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজার দর এর তুলনায় সাশ্রয়ী মূল্যে এই সকল পণ্য নির্মাণ ও সরবরাহ করে । ড্রেজার উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ও শ্রমঘন এই সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটিকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও এই শিল্পের সাথে সংযুক্ত ব্যকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানী বিবেচনায় নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিম্নরুপ:

১। জাহাজ উৎপাদনকারী শিল্পের উৎপাদিত পণ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে;

২। জাহাজ ও ড্রেজার সমজাতীয় পণ্য হওয়ায় সরকার কর্তৃক জাহাজ রপ্তানিতে/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিতে প্রদেয় সুবিধা ড্রেজার রপ্তানিতে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশীক মুদ্রানীতি বিভাগের গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে জারীকৃত সার্কুলারে জাহাজ রপ্তানির ক্ষেত্রে ‘‘রপ্তানি ভর্তুকি’’

শব্দটির পরিবর্তে ''জাহাজ ও ড্রেজার'' শব্দটি প্রতিস্থাপন করে ড্রেজার রপ্তানি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১১। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল রপ্তানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে রানার অটোমোবাইলস লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য রানার অটোমোবাইলস লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন খরচ এবং মূল্য সংযোজনের হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রানার অটোমোবাইলস লিঃ তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড বর্তমানে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করেছে। যার নিবন্ধন সংখ্যা এল-৮৭০৩০৫১২০৬২ এইচ এবং উৎপাদিত পণ্য হিসেবে মোটরসাইকেলের নাম উল্লেখ রয়েছে। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা দেখান হয়েছে ১ লক্ষ ইউনিট।

প্রতিষ্ঠানটির আবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোটরসাইকেল উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী কাঁচামাল, স্থানীয়ভাবে এবং আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। সংগৃহিত কাঁচামাল সিডস্টোর, ভালুকা, ময়মনসিংহে অবস্থিত নিজস্ব কারখানায় প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করার পর সর্ম্পূণায়িত মোটরসাইকেল তৈরি করে। কারখানায় ১১টি মডেলের মোটরসাইকেল প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশের বাজারে এ প্রতিষ্ঠানটির সরবরাহকৃত মোট মোটরসাইকেলের প্রায় ১০% বাজার শেয়ার রয়েছে। সম্প্রতি রানার অটোমোবাইলস লিঃ-এর উৎপাদিত পণ্য নিজস্ব ব্রান্ডে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে রপ্তানি শুরু করেছে। প্রথম চালানে প্রায় ৫৬৪টি মোটরসাইকেল নেপালে রপ্তানি করা হয়েছে। যার মূল্য প্রায় ৩,৩৯,৩৩৪ ইউ.এস ডলার এবং ৩৬,৬০২ ইউ.এস ডলার মূল্যের খুচরা যন্ত্রাংশ রপ্তানি করা হয়। রানার অটোমোবাইলস লিঃ-এর কারখানায় ৯টি ধাপে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যেমে একটি সম্পূর্ণায়িত মোটরসাইকেল প্রস্তুত করা হয়। মোটরসাইকেল উৎপাদনের ধাপসমূহের প্রসেস ফ্লো-চার্ট নিম্নে প্রদান করা হলো:

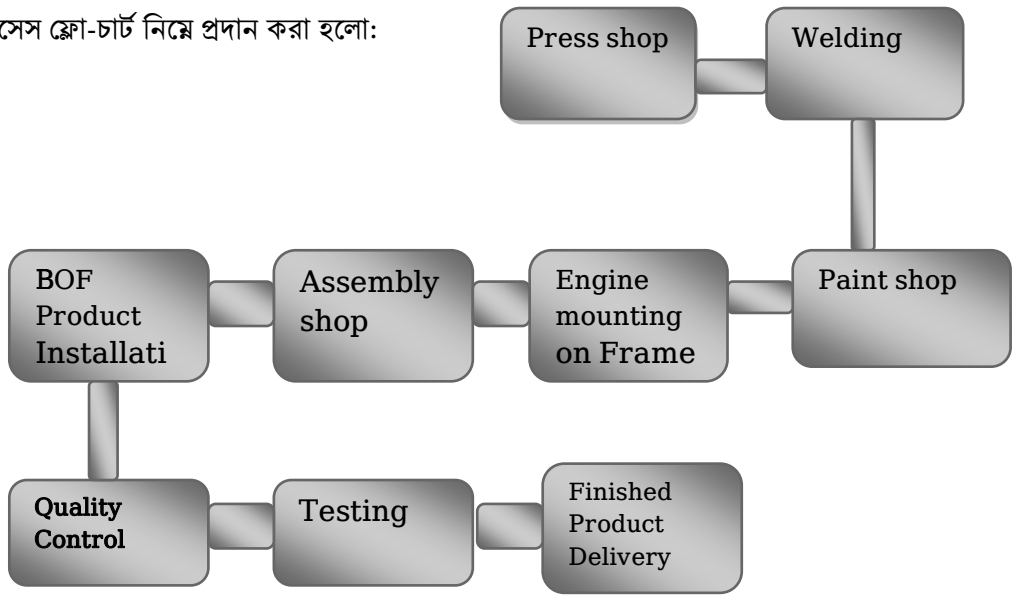

উৎস: রানার অটোমোবাইলস লিঃ

রানার অটোমোবাইলস লিঃ কর্তৃক এ পর্যন্ত ১১টি মডেলের মোটরসাইকেল উৎপাদন করা হয়েছে। মডেলের ভিন্নতা অনুসারে উৎপাদন খরচের ভিন্নতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত জনপ্রিয় মডেল হচ্ছে- AD 80S-80cc মোটরসাইকেল। উৎপাদিত মোটরসাইকেলের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার নির্ণয়ের নিমিত্ত AD 80S-80cc এর উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নের সারণিতে AD 80S-80cc এর উৎপাদন ব্যয় বিবরণি ও মূল্য সংযোজনের হার পর্যালোচনা করা হলো:

Particulars	Tk per unit AD 80S-80cc মোটরসাইকেল।
Imported Raw Material Price	৩২২০২
Local Value addition	
Packing Material	২,১২০
Total Factory Overhead	৪১৮৮
Selling & Distribution Expense	১৬৫০
Total & Financial Expense	১১০০
Profit	৮০০
Total Cost	৪২০৬০
Value Addition ৯৮৫৮ =(৩২২০২-৪২০৬০)	৩০%৬১.

উৎসঃ রানার অটোমোবাইলস লিঃ

উপরের ব্যয় বিবরণি পর্যালোচনায় দেখা যায় AD 80S-80cc মোটর সাইকেল উৎপাদনে আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য ৩২,২০২ টাকা। মুনাফাসহ সম্পূর্ণায়িত মোটরসাইকেলের বিক্রয়মূল্য মোট ৪২,০৬০ টাকা। স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৯,৮৫৮ টাকা। আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য ও স্থানীয় মূল্য সংযোজনকে ভিত্তি ধরে মূল্য সংযোজনের হার দাঁড়ায় ৩০.৬১%। উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় এটি একটি শ্রমঘণ শিল্প। মোটরসাইকেল রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য একটি অপ্রচলিত পণ্য। পূর্বে বাংলাদেশ থেকে কখনও মোটরসাইকেল রপ্তানি করা হয়নি। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোটরসাইকেলের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার মডেল বিবেচনায় ৩০-৩২% এবং এটি একটি শ্রমঘণ শিল্প। ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারক দেশের ভাবমূর্তি বহিঃবিশ্বে উজ্জ্বল হয়। তাই এ ধরণের পণ্য রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হলে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ নতুন বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল রপ্তানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

১২। প্রক্রিয়াজাতকৃত পাট/কেনাফ বা অন্য যে কোন প্রকার বাস্ট ফাইবার (Bast Fiber) রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা মূলক ভর্তুকি ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ এর উৎপাদিত

পণ্য, উৎপাদনের পরিমান, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন খরচ এবং মূল্য সংযোজনের হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ গত ১১ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড বর্তমান বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করেছে। যার নিবন্ধন নম্বর -L-171111121485-H নিবন্ধন সনদে উৎপাদিত পণ্য হিসেবে পাট পণ্যের নাম উল্লেখ রয়েছে। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা দেখান হয়েছে ৬,০০০ মে. টন। কারখানার ঠিকানা গ্রাম- আরামনগর, পোঃ+থানা-সরিষা বাড়ি, জেলা-জামালপুর। উৎপাদিত পণ্য ১০০% বিদেশে রপ্তানি করা হবে মর্মে নিবন্ধন সনদে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, তারা মূলতঃ কাঁচা পাট ক্রয় করে কয়েকটি ধাপে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পে ব্যবহার উপযোগী করে টেকনিক্যাল ফাইবারে রূপান্তরিত করে। এজন্য Weighting Machine, Softener, Spreader, Finisher Card and Rotary Cutter Machine ইত্যাদি যন্ত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে উৎপাদিত Cut to Length, Carded Cut to Length দিয়ে Silver Roll আগুন প্রতিরোধক ফাইবার, পশমিকৃত পাট, ব্লিচিং পাট ও ডায়িং পাট তৈরি করা হয় যা ইউরোপ আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে আরও কয়েক ধাপে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অটোমোটিভ, ফার্ণিচার, কন্সট্রাকশন, থার্মালইনসুলেশন, পেপার ও টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রিতে যন্ত্রাংশ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য মূলতঃ মধ্যবর্তী কাঁচামাল হিসেবে উন্নত বিশ্বে রপ্তানি করা হয়। Carded Cut to Length উৎপাদনে কাঁচা পাটকে আট স্তরে প্রক্রিয়াজাত করার পর Carded Cut to Length পণ্য উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত এ দু'টি পণ্যের মূল্য সংযোজনের হার বিশ্লেষণের জন্য উৎপাদন ব্যয় বিবরণি নিম্ন সারণি-১ এ প্রদত্ত হলো:

সারণি-১ Cut to Length, Carded Cut to Length এর উৎপাদন ব্যয় বিবরণি:

Sl No	Particulers	Long - Cut to length (Semi-processed)	Long - Carded cut to length (Semi-processed)
		Per Ton (Tk)	Per Ton (Tk)
1	**Raw jute purchase from matket**	**38,750.00**	**38,750.00**
2	Truck Fare(market to factory) Fare tk15000@ 250MND (APP)	1,500.00	1,500.00
3	Unload truck to godown	175.00	175.00
4	Kutcha Jachai / Assortment	295.75	295.75
5	Kutcha Bojha Transfer (Kutcha to Pucca)	67.00	67.00
6	Separating root part	416.75	416.75
7	Pucca Bojha WT & Transfer to Store & 23No	354.50	354.50
8	Daily Labor	325.00	825.00
9	Bojha Lifting store to Press	150.00	177.25
10	Electricity for softnering & carding machine	-	355.00
11	Electricity for cutting machine	255.00	255.00

12	Electricity for general support	17.50	17.50
13	Electricity for Press Motor	250.00	285.75
14	Perss Kalashi (Bale Cost)	180.00	200.00
15	Press Driver	35.75	35.75
16	Mobil, Grease & Leather etc.	50.00	85.75
17	Miscellaneous / sutli & others	50.00	50.00
18	SMR value (For Rope) / PP Band Value	928.50	928.50
19	Rope Making	142.75	142.75
20	Rope Tide	22.25	22.25
21	Bale Transfer (Press to Store) with wrapping	192.75	192.75
22	Hessian Cloth / wrapping materials	535.75	535.75
23	Loading (Truck Loading)	110.75	110.75
24	Bale Mark	21.50	21.50
25	Process loss (1.3% & 5%)	503.25	19,37.00
26	Cutting & low grade purpose per MND loss (App.)	3,250.00	3,250.00
27	Truck Fare (Factory to Ctg.)	1,675.00	1,675.00
	GRAND TOTAL:	**50,254.75**	**52,662.75**
	VALUE ADDITION:	**24%**	**27%**

উৎসঃ দি গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ

উপরের সারণি-১-এর উৎপাদন ব্যয় বিবরণি বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতি মে. টন কাঁচা পাট স্থানীয় বাজার থেকে ৩৮,৭৫০/- (আটত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকায় ক্রয় করেছে। স্থানীয় বাজার থেকে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মিল পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য পরিবহন খরচ হয় টন প্রতি ১৫০০/- (একহাজার পাঁচশত) টাকা। পণ্য উৎপাদন কালে Cut to Length উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনে খরচ হয় প্রায় ১১,৫০০/- (এগার হাজার পাঁচশত টাকা)। অন্যদিকে কাঁচা পাট থেকে চূড়ান্ত পণ্য Carded Cut to Length উৎপাদনে খরচ হয় টন প্রতি প্রায় ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) টাকা। Cut to Length উৎপাদনে মূল্য সংযোজনের হার ২৪%। অপরদিকে Carded Cut to Length উৎপাদনে মূল্য সংযোজনের হার ২৭%।

প্রক্রিয়াজাতকৃত টেকনিক্যাল ফাইবার উৎপাদনকারি শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য মধ্যবর্তী শিল্প কাঁচামাল হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ বান্ধব গ্রিণ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এফই সার্কুলার নং-২৪ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ অনুযায়ী বৈচিত্রকৃত পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে নগদ ভর্তূকি ২০%, পাটজাত চূড়ান্ত দ্রব্য (হেশিয়ান, সেকিং ও সিবিসি) রপ্তানিতে নগদ ভর্তূকি ৭.৫% এবং পাট সূতা রপ্তানিতে নগদ ভর্তূকির পরিমাণ ৫% নির্ধারিত রয়েছে। পাট থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাতকৃত টেকনিক্যাল ফাইবার রপ্তানিতে কোন প্রকার নগদ ভর্তুকির বিষয় উল্লেখ না থাকায় এ ধরণের পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ২৪%- ২৭% মূল্য সংযোজন করেও নগদ সহায়তা পাচ্ছে না। মূল্য

সংযোজনের হার, স্থানীয় পাটের যথাযথ ব্যবহার, শ্রমঘন শিল্প ও রপ্তানি সম্ভাবনা বিবেচনায় এ শিল্পে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

প্রক্রিয়াজাতকৃত পাট/কেনাফ বা অন্য যে কোন প্রকার বাস্ট ফাইবার (Bast Fiber) এর রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেজার ব্লেডস রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মেসার্স সামাহ্ রেজার ব্লেডস্ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য মেসার্স সামাহ্ রেজার ব্লেডস্ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ব্লেড উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন খরচ এবং মূল্য সংযোজনের হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির আবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্লেড উৎপাদনের জন্য প্রধান কাঁচামাল স্টীল স্ট্রাপস। স্টীল স্ট্রাপস স্থানীয়ভাবে উৎপাদন না হওয়ায় বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সংগৃহিত কাঁচামাল ২৪৭/২৪৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকায় অবস্থিত। নিজস্ব কারখানায় প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করার পর সর্ম্পূণায়িত পণ্য ব্লেড তৈরি করে থাকে। কারখানায় ৯টি মডেলের ডিসপোজেবল ও Double Edge ব্লেড প্রস্তুত করা হয়। সামাহ্ রেজার ব্লেড এর উৎপাদিত পণ্য নিজস্ব ব্রান্ডে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে বর্হিবিশ্বে রপ্তানি হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ .৫৭ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ০.৮ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ .৬৪ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রপ্তানির পরিমাণ .৩৯ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার। আফ্রিকাসহ এলডিসিভূক্ত দেশসমূহে স্বল্প মূল্যে এ পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতিযোগি মূল্যে রপ্তানি ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে রেজার ব্লেড রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হলে ব্লেড রপ্তানি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামাহ রেজার ব্লেড লিঃ এর কারখানায় আমদানিকৃত কাঁচামালকে ১৫টি ধাপে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যেমে সম্পূর্ণায়িত পণ্য ব্লেড প্রস্তুত করা হয়। ব্লেড উৎপাদনের ধাপসমূহের প্রসেস ফ্লো-চার্ট নিম্নে প্রদান করা হলো:

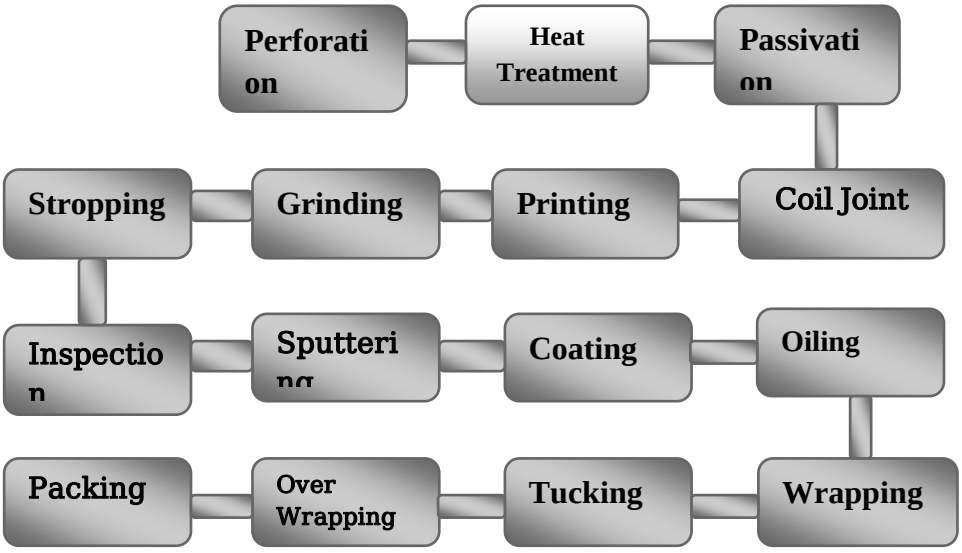

উৎস: সামাহ্ রেজার ব্লেডস্ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

মেসার্স সামাহ্ রেজার ব্লেডস্ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক এ পর্যন্ত ৯ টি মডেলের রেজার ব্লেড উৎপাদন করা হয়েছে। মডেলের ভিন্নতা অনুসারে উৎপাদন খরচের ভিন্নতা রয়েছে। ১০০০ ইউনিট ব্লেড দিয়ে একটি বক্স তৈরি করা হয় । উৎপাদিত ব্লেডের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার নির্ণয়ের নিমিত্ত ১ (এক) বক্সের উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নের সারণিতে ১ (এক) বক্স ব্লেডের উৎপাদন ব্যয় বিবরণি ও মূল্য সংযোজনের হার পর্যালোচনা করা হলো:

Particulars	Tk per Box (1000) Blade
Imported Raw Material Price	৭৪৫.৫৭
Local Raw Material Price (Chemical Spare Parts)	৩৪৫.৯৩
Total Factory Overhead	২৩৪.৫০
Total & Financial Expense	১,৩২৬.০০
Value Addition (1326-745.57)= 580.43	43.78%

উৎস: সামাহ্ রেজার ব্লেডস্ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

উপরের ব্যয় বিবরণি পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ (এক) বক্স ব্লেড উৎপাদনে আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য ৭৪৫.৫৭ টাকা। সম্পূর্ণায়িত ১ (এক) বক্স ব্লেডের মোট উৎপাদন ব্যয় ১,৩২৬ টাকা। স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৫৮০.৪৩ টাকা। আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য ও স্থানীয় মূল্য সংযোজনকে ভিত্তি ধরে মূল্য সংযোজনের হার দাঁড়ায় ৪৩.৭৮%। রেজার ব্লেড রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য একটি অপ্রচলিত পণ্য। বাংলাদেশে উৎপাদিত রেজার ব্লেডের স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার অনেক বেশি। স্বল্প মূল্যের পণ্য বিবেচনায় এলডিসিভূক্ত ও আফ্রিকান দেশসমূহে এ ধরণের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় এ শিল্পে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হলে রপ্তানি বৃদ্ধিসহ নতুন বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেজার ব্লেড রপ্তানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় নগদ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

১৪। আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহকৃত জাহাজ/ড্রেজারে ১০% হারে রপ্তানি ভর্তূকী/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শীপ বিল্ডিং ইন্ড্রাষ্ট্রিজ অব বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বৈদেশিক মূদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জাহাজ, ড্রেজার, ড্রেজার সংশ্লিষ্ট নৌযান ও যন্ত্রাংশসমুহ সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/সার্কূলার অনুসারে ১০% হারে ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে।
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদনের বিষয়টি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও নং-০৫/আইন/২০১৪/৬৯৪-মূসক তাং- ০৯-০১-২০১৪ মোতাবেক সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপ-বিধি "(১ক)-এ যাহাই থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বৈদেশিক মূদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য সরবরাহ বা কোন সেবা প্রদত্ত হইলে উহা আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) (ক) এর অধীন রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।'' এ ছাড়া, রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এর ৪.২৮.১ উপানুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণ প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি"এর তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে যথা- ১. রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল, ২. বৈদেশিক বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প/প্রকল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় দ্রব্য ও কাঁচামাল এবং ৩. টেন্ডার ব্যতিরেকে ক্রেতার নিকট সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গত ২০-০৯-২০১৬ তারিখে জারিকৃত এফই সার্কূলার নং-২৪ এ উল্লিখিত রপ্তানি পণ্যের তালিকার ১১ নং ক্রমিকে জাহাজ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তূকি ১০% এর উল্লেখ রয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও নং-০৫/আইন/২০১৪/৬৯৪-মূসক তাং- ০৯-০১-২০১৪ মোতাবেক সংশোধিত প্রজ্ঞাপন অনুসারে আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য সরবরাহ বা কোন সেবা প্রদত্ত হলে উহা আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) (ক) এর অধীন রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে। আবেদনকারী এসোসিয়েশনভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহ আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে উৎপাদিত জাহাজ, ড্রেজার, ড্রেজার সংশ্লিষ্ট নৌযান ও যন্ত্রাংশসমুহ সরবরাহ করে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে তেমনি অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে বর্তমানে এ সেক্টরটি একটি সম্ভাবনাময় সেক্টরে

পরিণত হয়েছে। এটি একটি শ্রমঘণ শিল্প, এ শিল্পে মূল্য সংযোজনের হার প্রায় ৪০%। কিন্তু এ শিল্পকর্তৃক উৎপাদিত পণ্য জাহাজ, ড্রেজার, ড্রেজার সংশ্লিষ্ট নৌযান ও যন্ত্রাংশসমুহ আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় অংশগ্রহণ করে সরবরাহ করার পর প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রায় কোন প্রকার নগদ সহায়তা/ভর্তূকী প্রদান করা হচ্ছে না।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে জারিকৃত এফই সার্কুলার নং-২৪ -এ আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় জাহাজ, ড্রেজার, ড্রেজার সংশ্লিষ্ট নৌযান ও যন্ত্রাংশসমুহ সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধিত অংশের বিপরীতে ১০% হারে রপ্তানি ভর্তূকী/নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি সংযোজন করা যেতে পারে।

১৫। বাংলাদেশ মেকানিক্যাল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ (২০১৫-২০১৮)এর ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৬(৫৮) উপধারা সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। উপধারা ২৬(৫৮)-তে দেখা যায় “লবণ-সাধারণ লবণ (এইচ এস হেডিং নম্বর ২৫.০১) (পরিশোধিত বা অন্যবিধ) আমদানিযোগ্য হইবে না; তবে, Custom Act, 1969 (Act IV of 1969) FIRST SCHEDULE এর চ্যাপ্টার ২৮ ও ২৯ এর আওতাভুক্ত কেমিক্যাল প্রোডাক্টস উৎপাদনকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান (সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্যবিধ কোন লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসাবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদিত ব্লক লিষ্ট অনুযায়ী স্বীকৃত ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লবণ আমদানি করা যাইবে” মর্মে উল্লেখ রয়েছে। আমদানি নীতি আদেশে এ ধরণের উপধারা সংযোজিত থাকার ফলে লবণ পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ স্থানীয়ভাবে অপরিশোধিত লবণের উৎপাদন ঘাটতি থাকলেও লবণ আমদানি করতে সক্ষম হচ্ছে না।

০২. সরকারের লবণনীতি ও আমদানি নীতি আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় লবণ উৎপাদন শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকার আমদানি নীতি (২০০৯-২০১২)-তে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২৬(৫৮) উপধারাটি সর্বপ্রথম সংযোজন করেছে। এ ধারা সংযোজিত হওয়ার পর স্থানীয় লবণ চাষী লবণ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়েছে। তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদন ঘাটতি বিবেচনায় প্রতি বছর সরকার বিশেষ এসআরও জারি করার মাধ্যমে গড়ে ৩-৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করেছে। জাতীয় লবণনীতি ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে অপরিশোধিত লবণের চাহিদা ১৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অপরিশোধিত লবণের চাহিদা ছিল ১৫.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন। স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা এ চাহিদা পূরণ না হওয়ায় সরকার ৫ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করেছে।

০৩. জাতীয় লবণনীতির ৬.১৬.১ উপধারায় লবণ আমদানির বিষয়ে "অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ছাড়া ক্রুড লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবেনা। লবণ আমদানির ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রয়োজন হবে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লবণ উৎপাদন না হলে লবণ আমদানির বিষয়ে জাতীয় লবণনীতির লবণের চাহিদা নিরুপন, লবণনীতি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।" আমদানি নীতি আদেশ এর ২৬(৫৮)- উপধারা ও জাতীয় লবণনীতি ২০১৬ এর ৬.১৬.১ উপধারা অনুযায়ী লবণ আমদানি নিষিদ্ধ। পরিশোধিত/অপরিশোধিত লবণ আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে স্থানীয় লবণ চাষ শিল্প সুরক্ষিত মনে হলেও বাস্তবে এ শিল্পের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত লবণের এফওবি মূল্য ৮-১৫ ইউএস ডলার। বাংলাদেশে প্রতি মেট্রিক টন লবণের উৎপাদন খরচ ৩০-৩৫ মার্কিন ডলার। উৎপাদন খরচকে ভিত্তি ধরে এ শিল্পের প্রকৃত উৎপাদন সুবিধা বাংলাদেশে নেই। লবণ যেহেতু বিকল্পহীন একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তাই এ শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা না থাকলেও যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করা উচিত।

০৪। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আমদানি শুল্ক পর্যালোচনায় দেখা যায়, লবণ আমদানিতে ২৫% সিডি ও ২০% এসডিসহ মোট ৮৯.৪২% হারে শুল্ক আরোপিত আছে। অপরিশোধিত লবণের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যকে ভিত্তি ধরে ফ্রেইট, আমদানি শুল্ক, বীমা ও অন্যান্য খরচ যোগ করে প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত লবণের আমদানি মূল্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণের উৎপাদন খরচ নিম্নের স্মারণি-১ এ দেখানো হলো:

Import cost Per MT					**Local Production Cost**		
Sl .	**Particulars**	**Ass. Value**	**Per $**	**TK**	**SL.**	**Particulars**	**TK**
1	C&F Price	$ 30	82.5	2475.00	1	Labor	42,000
2	CD (25%)			618.75	2	Water Pump	18,000
3	RD (3%)			74.25	3	Polythene	15,000
4	SD (20%)			633.60	4	Land Rent	50,000
5	VAT (15%)			570.24	5	Roller	3,000
6	AIT (5%)			123.75	6	Other	5,000
7	ATV (4%)			192.62	7	Total Cost	133,000
	Total Tax Incident	89.42%		2213.21	8	Production Per Acre	22 MT
	Value After Tax			4688.21			
Other Charges							
1	River Dues with Vat			39.60			
2	LC opening Commission			24.75			
3	Insurance Premium			24.75			
4	C&F agent Charge			15.00			
5	Stevedore Bill			60.00			
6	Surveyor Bill			20.00			
7	Water Coaster Fare			745.80			
8	Bank Interest 12% (2 Month)			49.50			
9	Misc. Exp.			24.75			
	Total Other Charges			1004.15			
	Net Price Per MT			5692.36	9	Production Per MT	6045

Import cost Per MT			Local Production Cost		
	Net Price Per KG	5.69		Net Price Per KG	6.045

উৎস: লবণ চাষী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

০৫. লবণ আমদানি নিষিদ্ধ থাকার ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারী অতিমাত্রায় সুরক্ষিত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণের মূল্য উৎপাদন খরচ অপেক্ষা অনেক বেশি দামে নির্ধারিত হচ্ছে। অপরিশোধিত লবণের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে পরিশোধিত লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারদর অপেক্ষা স্থানীয় বাজারে অপরিশোধিত লবণের মূল্য বেশী হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সোডিয়াম সালফেট এর নামে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমদানি হচ্ছে। এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অপরিশোধিত লবণের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য উৎসাহিত হচ্ছে। স্থানীয় অসাধু ব্যবসায়ীগণ সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর সাথে সোডিয়াম সালফেট মিশিয়ে বাজারজাত করার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। সীমান্ত জেলাসমূহে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পরিশোধিত লবণ তাদের বাজার হারাচ্ছে। কারণ স্থানীয় মূল্যের চেয়ে প্রায় অর্ধেক মূল্যে ভারতীয় লবণ পাওয়া যায় বিধায় সীমান্তবর্তী জেলায় ভারতীয় লবণের সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০৬. অপরিশোধিত লবণের আমদানি নিষিদ্ধ থাকায় স্থানীয় লবণ উৎপাদনকারী চাষীরা তাদের উৎপাদিত লবণের প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লবণ উৎপাদন হওয়ার সাথে সাথে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চলে যাওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীরা স্থানীয় উৎপাদিত লবণের মূল্য নির্ধারণকারীর ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয় চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ কম থাকায় স্থানীয় চাষীরা গুণগতমানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে উৎপাদনের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করে। ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লবণের প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি বৃদ্ধি পায় এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত মেশিনারিজের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণ ব্যবহার করে পরিশোধিত লবণ উৎপাদনে বাংলাদেশে লবণের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০৭. স্থানীয় লবণ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত অপরিশোধিত লবণের আমদানিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সরকার অপরিশোধিত লবণের স্থানীয় উৎপাদনে ঘাটতি হলে আমদানির অনুমতি প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে লবণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার বিবেচনায় ৮৯.৪২% শুল্ক প্রদান করতে হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এক মেট্রিক টন অপরিশোধিত লবণের উৎপাদন খরচ প্রায় ৬,০৪৫ টাকা। প্রতি কেজির মূল্য দাঁড়ায় ৬.০৪ টাকা। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনায় সি.এন.এফ চট্টগ্রাম প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত লবণের মূল্য ৩০ ইউ.এস ডলার। এর সাথে বিদ্যমান শুল্ক হার ৮৯.৪২% ও অন্যান্য খরচ যোগ করে এক মেট্রিক টনের মূল্য দাঁড়ায় ৫,৬৯২.৩৬ টাকা। প্রতি কেজির মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৫.৬৯ টাকা।

০৮. সরকার স্থানীয় লবণ চাষীদেরকে তাদের উৎপাদন খরচ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুরক্ষা প্রদান করে অপরিশোধিত লবণের আমদানি উন্মুক্ত করলে স্থানীয় লবণ চাষীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে লবণ আমদানিতে ২০% হারে সম্পূরক শুল্ক (এসডি) আরোপিত রয়েছে। বিদ্যমান এসডি ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% করা হলে প্রতি কেজি অপরিশোধিত লবণের আমদানি মূল্য দাঁড়াবে ৬.০৭ টাকা। এসডি ৩০% করা হলে সর্বমোট আমদানি শুল্ক দাঁড়াবে ১০৪.৭৯% যা বিদ্যমান হার অপেক্ষা ১৫% বেশী। অপরিশোধিত লবণের আমদানি উন্মুক্ত করা হলে স্থানীয় উৎপাদনকারী গুণগতমানসম্পন্ন অপরিশোধিত লবণ উৎপাদনে সক্ষম হবে। বাজারে অপরিশোধিত লবণের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। অপরিশোধিত লবণের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য বন্ধ হবে। অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে সোডিয়াম সালফেটের পরিবর্তে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমদানি বন্ধ হবে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং পরিশোধিত লবণের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। ভোক্তা সাধারণ যৌক্তিক মূল্যে পরিশোধিত লবণ ক্রয় করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

অপরিশোধিত লবণ আমদানিতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক (এসডি) ২০% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% নির্ধারণপূর্বক অপরিশোধিত লবণের আমদানি উন্মুক্ত করা যেতে পারে।

৩. মনিটরিং সেল:

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন 'মনিটরিং সেল' ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রেরণ করে:

(১)অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পেঁয়াজ-এর বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন;

(২)ফর্টিফাইড রাইস কার্নেল (পুষ্টি চালের কার্নেল) রপ্তানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন;

(৩) চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক ১.০০ (এক) লক্ষ মে. টন (১০%) সাদা চিনি আমদানি বিষয়ে প্রতিবেদন;

(৪) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্য তেলের বাজার পরিস্থিতির উপর অক্টোবর, ২০১৭ মাসের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ;

(৫)অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিশোধিত ভোজ্য তৈল রপ্তানিতে মতামত প্রদানের বিষয়ে প্রতিবেদন;

(৬) আমদানি নীতি আদেশ (২০১৫-২০১৮) এর ৬ষ্ঠ অধ্যায় সংশোধন প্রদানের বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

(৭) অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রেরণ ।

৪. সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরূপ:

৪.১ Study on Bee Keeping and Honey Export Potentials: A Bangladesh Perspective.

প্রাকৃতিকভাবে প্রক্রিয়াজাত এবং অধিক গুণাগুণ সম্পন্ন একটি খাবার হচ্ছে মধু । বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই কমবেশী মধু পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে সকল এলাকায় সরিষা, ধনিয়া এবং কালিজিরা চাষ করা হয় ঐ সকল এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে সীমিত আকারে মধু চাষ করা হয়। তাছাড়া সুন্দরবনে বহুদিন আগে থেকেই মৌয়ালীরা মধু সংগ্রহ করে আসছে । ইদানিং সুন্দরবন এলাকায়ও কাঠের বাক্সের মাধ্যমে মধু চাষ করা হয় । দেশের বনাঞ্চল এলাকাসমূহ এবং চাষকৃত শষ্য ক্ষেত অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ মে.টন মধু উৎপাদন করা সম্ভব। বিগত বছর ২০১৭ সনে মধু উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৮,০০০ মে.টন । দেশের মধুর গুণাগুণ ভাল এবং মধুর বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে। যেমন: খাবার হিসেবে, প্রসাধনি এবং ঔষধ তৈরিতে মধু কার্যকরি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মধু ভারত, মালয়েশিয়া ও জাপানে অল্প পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। মধু চাষ বৃদ্ধি পেলে এর রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ:

১. প্রকৃত মৌ খামারিদের দেশে অথবা বিদেশে পর্যায়ক্রমে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্থায়ী ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা প্রয়োজন;

৩. জেলাভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুষমভাবে মৌ বাক্স স্থাপনে সহায়তা করবে;

৪. দেশের প্রতিটি টিভি চ্যানেলে, বাংলাদেশ বেতারে ‘মৌ মাছির মাধ্যমে পরাগায়নের ফলে ফসলের ফলন অনেক বৃদ্ধি পায়’ বিষয়টি প্রচার করা;

৫. মধুর বিদ্যমান পাইকারি মূল্য বৃদ্ধিকরণ;

৬. মৌ খামারিদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ সহায়তা চালুকরণ;

৭. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট থেকে সনদ গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্পের অধীন চিনির মিলগুলির নিকট থেকে ‘মিল গেট’ মূল্যে মৌচাষীদের চিনি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৮. উন্নত জাতের রাণী মৌমাছি আমদানির ব্যবস্থাকরণ;

৯. উন্নত বিশ্বের মত স্বাস্থ্যসম্মত মৌবাক্স ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান;

১০. মৌচাষিগণকে ফুডগ্রেড কনটেইনার ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান;

১১. বিশুদ্ধ মধু উৎপাদন, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রয়োজন এবং

১২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঝে মাঝে মধু ব্যবসায়িদের মধু পরীক্ষা করা প্রয়োজন; প্রভৃতি।

৪.২ Study on Mango Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় Mango Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects শীর্ষক গবেষণাকর্মটি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে আম উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে নবম স্থানে থাকলেও এই আম বিশ্ব বাজারে স্থান করে নিতে পারছে না অথবা তার সঠিক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছেনা। বাংলাদেশে উৎপাদিত আম রপ্তানির সম্ভাবনা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণাকর্মও পরিচালিত হয়নি। এই গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে আম উৎপাদন, রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রপ্তানিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছে যা প্রতিফলিত হয়েছে এর সুপারিশমালায়।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ:

১. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নিরাপদ আম চাষের এবং আম বাজারজাতকরণ ও মার্কেটিং এর প্র্যাকটিস চালু করা প্রয়োজন;

২. বাংলাদেশে নিরাপদ আম উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি পর্যায়ে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

৩. কীটনাশক, ফল সংরক্ষণ ও পাকানোর রাসায়নিক উপাদানগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আম চাষীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

৪. ফল পাকানোর জন্য সরকারি পর্যায়ে আম উৎপাদনশীল এলাকায় একাধিক ‘ফল পাকানো চেম্বার’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৫. আম সংরক্ষণের জন্য সরকারি পর্যায়ে আম উৎপাদনশীল এলাকায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একাধিক ‘আম সংরক্ষণাগার’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৬. বর্তমান বিশ্বে আম পাকানোর জন্য সবচাইতে নির্ভরযোগ্য রসায়নিক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয় ‘ইথোফন (সূত্র: হরটেক্স ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)’। এটি কিভাবে সঠিক উপায়ে প্রয়োগ করা যায়, তার সঠিক প্রশিক্ষণ আম চাষীদেরকে দেবার প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ সরকারিভাবে গ্রহণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রপ্তানি উপযোগী আম উৎপাদনের জন্য আম চাষীদেরকে সরকারিভাবে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারীগরী সহায়তা সরকারিভাবে আম চাষীদের

প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে রপ্তানি উপযোগী আম উৎপাদনের জন্য আলাদাভাবে সরকারি প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৮. আম প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে আম চাষীদের সহায়তা করার জন্য সহজ ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা সরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করতে হবে;

৯. সঠিক গবেষণার মাধ্যমে আম উৎপাদনের সময়সীমা বাড়াতে হবে এবং বছরের ১২ মাস যাতে আম উৎপাদন করা সম্ভব হয় সে জাতীয় প্রজাতির উদ্ভাবন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দ্যোগ সরকারিভাবে গ্রহণ করতে হবে;

১০. সুস্থ্য, স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্ট আম উৎপাদনের জন্য শুল্ক মুক্ত ভাবে 'ফ্রুট ব্যাগ' আমদানি করার অনুমতি প্রদান করতে হবে;

১১. আম রপ্তানিকারকদের আম রপ্তানিতে সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে সরকারিভাবে আম রপ্তানিকারকদের কার্গো পরিবহন ও এয়ার-ফ্রেইট সহায়তা প্রদান করতে হবে। এছাড়া, যে সকল দেশীয় বিমান বন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ও কার্গো যায়, সেসকল বিমান বন্দর থেকে আম রপ্তানির ব্যবস্থা করা সহ বিমানবন্দরগুলোর কার্গো কমপ্লেক্স এলাকাতে আম সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করতে হবে;

১২. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আম রপ্তানির জন্য এক্সপোর্ট ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

১৩. শুল্ক মুক্তভাবে রেফ্রিজারেটর ভ্যান, কার্গো ও কনটেইনার আমদানির সুবিধাদি আম রপ্তানিকারকদের প্রদান করতে হবে;

১৪. আম রপ্তানিতে ব্যবহৃত প্যাকেজিং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক সিস্টেমকে আরও সহজ করতে হবে এবং কোয়ালিটি প্যাকেজিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা/প্রনোদনার ব্যবস্থা সরকারিভাবে গ্রহণ করতে হবে;

১৫. দেশীয় আমের বাজার বিদেশে সম্প্রসারণের জন্য আম রপ্তানিকারকদেরকে সরকারিভাবে সহায়তা করতে হবে, প্রভৃতি।

৪.৩ Study on Potato Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় Potato Cultivation in Bangladesh: Present Scenario & Export Prospects শীর্ষক গবেষণাকর্মটি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে আলু উৎপাদিত হলেও এই আলু বর্তমানে বিশ্ব বাজারে স্থান করে নিতে পারছে না অথবা তার সঠিক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছেনা। বাংলাদেশে উৎপাদিত আলু ইতোপূর্বে রাশিয়া, ভিয়েতনাম, শ্রিলংকা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হলেও বর্তমানে তা বন্ধ

রয়েছে। বাংলাদেশের আলু রপ্তানির সম্ভাবনা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণাকর্মও পরিচালিত হয়নি। এই গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে আলু উৎপাদন, রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রপ্তানিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছে যা প্রতিফলিত হয়েছে এর সুপারিশমালায়।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ:

১. বিবিধ প্রজাতির আলু অবমুক্তকরণ:

প্রতি দুই বছর পর পর পরীক্ষামূলক প্রজাতি অবমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এ সময়সীমা ০৫ বছর হিসেবে বর্তমানে ধার্য্য করা আছে;

কোন প্রজাতি অবমুক্তকরণের পর আরও তিন বছর তার প্রায়োগিক সময়সীমা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ধার্য্য করা আছে। অর্থাৎ, নুতন প্রজাতি অবমুক্তকরণ এবং তার পরীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হতে মোট আট বছর সময় প্রয়োজন (বর্তমানের নীতিমালা অনুযায়ী)। এত বেশী সময়কাল ধরে কোন আলুর প্রজাতি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত থাকেনা বিধায় এসময়সীমার পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্তকরণ প্রয়োজন;

পরীক্ষামূলক গবেষণা কাজের জন্য নূণ্যতম ২৫ (পঁচিশ) মে.টন নুতন প্রজাতির আলুর আমদানির অনুমতি প্রদান প্রয়োজন কারণ, সাগরপথে যেসকল কনটেইনার আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহণ করে, সেগুলোর কোনটি-ই ২৫ মে.টন এর নীচে পণ্য পরিবহণ করে না;

পরীক্ষামূলক কাজে ব্যবহৃত ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে আগত সকল প্রজাতির আলু আমদানির ক্ষেত্রে সাইটো-সেনিটারি বিধি-নিষেধ শিথিল করা প্রয়োজন কারণ, ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে আগত কোন প্রজাতির আলুর মধ্যেই সাইটো-সেনিটারি সংক্রান্ত কোন রোগ বা জীবানুর সংক্রমনের অস্তিত্ব/লক্ষণ ইতোপূর্বে খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এ প্রজাতির আলুসমূহ সর্বদা উৎপাদনশীলতার দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে থাকে;

নুতন আলুর প্রজাতি অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে দেশীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার এ দু'য়ের দিকেই নজর রাখা প্রয়োজন;

নুতন আলুর প্রজাতি পরীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র (TCRC)-এর সাথে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রয়োজন;

নুতন অবমুক্তকৃত আলুর প্রজাতিসমূহের পণ্যগত ব্যবহারিকদিকসমূহ (কোন আলু দিয়ে কি কি হয়, যেমন: ফ্রেঞ্চ ফ্রাই/চিপস/ফ্লেকস/ক্রিসপস/স্টার্চ প্রভৃতি) উল্লেখপূর্বক তা আলু প্রসেসর/গবেষক/চাষীদের নিকট তুলে ধরা প্রয়োজন অর্থাৎ প্রজাতি অবমুক্তকরণের পাশাপাশি তার প্রমোশন করা সরকারিভাবেই প্রয়োজন;

আলু পরিণত হবার ৭০-৮০ দিন পূর্বেই কোন আলু রপ্তাণিযোগ্য তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

আলু উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য পোস্ট হারভেস্ট টেকনলজি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

২. কারিগরি/প্রযুক্তিগত/গুণগত/উপাদানগত মানোন্নয়ন:

নুতন প্রজাতির আলুর মধ্যে জলীয় উপাদান এবং গ্লুকোজ/সুগার-এর পরিমাণ হ্রাস করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

আলু ক্ষেত হতে ফসল উৎপাদনের পর আলু উৎপাদনের মূল উপকরণ (মা আলু এবং তার সরাসরি শাখা প্রজাতি), উপাজাতসমূহ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;

রপ্তাণি উপযোগী আলু উৎপাদনে চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রভৃতি।

৩. TCRC-এর গবেষণার মানোন্নয়ন:

TCRC-এর জনবল বৃদ্ধিকরণ;

TCRC-এর গবেষণা বাজেট বৃদ্ধিকরণ, প্রভৃতি।

৪. আলু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন:

এক মৌসুম হতে আরেক মৌসুমের আলু চাষের মধ্যকার সময় ব্যবধান কমানোর জন্য বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে;

আলু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা সময়মত করতে হবে;

আলু উৎপাদনের জন্য যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আলু চাষীদেরকে উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করানো ও তার ব্যবহার সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

৫. ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:

আলু উৎপাদন এবং উৎপাদন পরবর্তী সকল ব্যবস্থাপনার পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

আলু উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতিসমূহ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

আলু পরিবহণ ও ট্রাফিক জ্যাম সংক্রান্ত সমস্যাবলী হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

আলু বাজারজাতকরণের চ্যানেলগুলো সহজ করা প্রয়োজন, প্রভৃতি।

৬. আলুর রপ্তানি ব্যবস্থার উন্নয়ন:

রপ্তানি উপযোগী আলু বীজ সরবরাহকরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও অন্যান্য রপ্তানি সম্ভাব্য দেশসমূহে আলু রপ্তানিতে যেসকল বাধাসমূহ রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন;

এক্সপোর্ট ডেসটিনি খোঁজার জন্য সরকারি উদ্দ্যোগ প্রয়োজন এবং সেসব জায়গায় দেশীয় আলুর মার্কেটিং ও প্রমোশনের উদ্দ্যোগ সরকারিভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন;

বিদেশি বাজারে দেশীয় আলুর প্রমোশনের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের বিষয়টি মাথায় রাখা প্রয়োজন, প্রভৃতি।

৪.৪ Study on Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industries in Bangladesh: Recent Scenario & Prospects.

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industries in Bangladesh: Recent Scenario & Prospects শীর্ষক গবেষণাকর্মটি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৭টি এলপিজি প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। ২০১৮ সালে আরো সাতটি নুতন এলপিজি প্ল্যান্ট উৎপাদনে এসেছে। বাংলাদেশে উদ্ভিজ জ্বালানির বিকল্প হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে এলপিজি গ্যাসের সম্ভাবনা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে ইতোপূর্বে স্বল্প পরিসরে গবেষণাকর্মও পরিচালিত হলেও তাতে বর্তমানের বৃহৎ পরিসরের প্রেক্ষাপট উঠে আসেনি। এই গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে এলপিজি উৎপাদন, দেশে তার সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছে যা প্রতিফলিত হয়েছে এর সুপারিশমালায়।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ:

১. এলপিজির মার্কেট ডিমান্ড কি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এলপিজির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন;

২. এলপিজি সেক্টরটির ক্রমোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারিভাবে এর প্রতি অধিক মাত্রায় মনোযোগ প্রদান প্রয়োজন;

৩. গ্রাহক চাহিদার উপর নির্ভর করে এলপিজি আমদানির উপর শুল্কহার নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

৪. জাতীয় এলপিজি পলিসি চূড়ান্তকরণ, প্রনয়ণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন;

৫. এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনার সময় প্রয়োজনীয় কারিগরী দিকসমূহের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন;

৬. এলপিজি উৎপাদন, প্রসেসিং এবং বিতরণ কার্যক্রমটি যাতে মনোপলি হয়ে যেতে না পারে সেজন্য সর্বদা সরকারি নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ সময়ে সময়ে প্রয়োজন;

৭. হাইরাইজ ভবনসমূহে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের গ্যাস সরবরাহের সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এতে এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন খরচ কমে আসবে;

৮. ১২, ২০ বা ৩০ কিলোগ্রামের সিলিন্ডারের পরিবর্তে যদি বৃহৎ পরিসরে প্রি-পেইড মিটার সার্ভিসের মাধ্যমে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ করা যায়, তাহলে তা গ্রাহকের জন্য অধিক আর্থিক সাশ্রয়ী হবে; প্রভৃতি।

৫. বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

কমপক্ষে ১৬টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৪টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ ০৩টি (Study on Textile Industries in Bangladesh: An Analysis on Cash Incentive upon Export, Prospect of Liquefied Natural Gas (LNG) Industries in Bangladesh, Prospect of Domestic Tobacco Industries in Bangladesh) বিষয়ের উপর সমীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন, লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

১. ভূমিকা:

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ, আমদানির বিকল্প উৎপাদন (Production of Import Substitutes), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পৃক্ত বিষয় ও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ৪০টির অধিক দেশের দ্বি-পাক্ষিক এবং ৫টি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি আছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় নেগোসিয়েশন কৌশলপত্র, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ যথা:

(১) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (আরটিএ);

(২) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সংক্রান্ত বিষয়াদি ;

(৩) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং;

(৪) অন্যান্য কার্যাদির

উপরিউক্ত কার্যাদির শতকরা হার লেখচিত্র-১ এ সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

লেখচিত্র-১: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের শতকরা হার

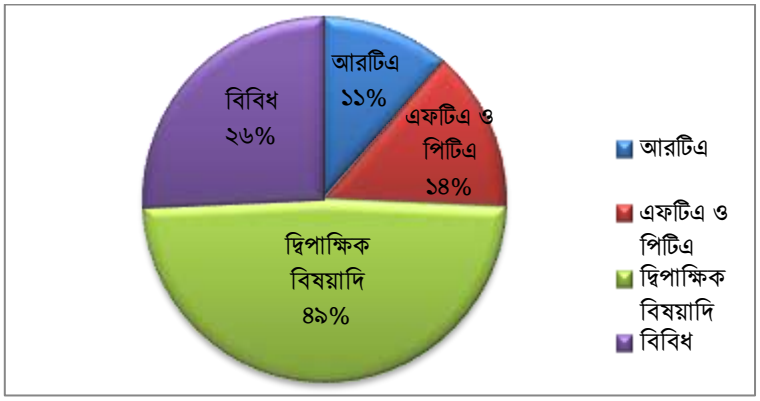

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

২.১ বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিকাল এন্ড ইকনমিক কোঅপারেশন (বিমসটেক)-এর আওতা'য় বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট (Schedule of Tariff Commitment) এইচ এস ২০০৭ হতে এইচ এস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর।

গত ৭ মে ২০১৭ বিমসটেক এর আওতায় বাংলাদেশের ট্যারিফ সিডিউলটি (Schedule of Tariff Commitment) এইচএস ২০০৭ হতে এইচএস ২০১২ ভার্সনে রূপান্তর বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (World Customs Organization) কর্তৃক প্রবর্তিত এইচএস ২০১৭ ভার্সনের ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশে ১ জুলাই ২০১৭ থেকে এ ভার্সনের ব্যবহার শুরু হয়েছে সেহেতু সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশের সিডিউলটি এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ভারত সরকার বিমসটেক সচিবালয়ে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ট্যারিফ কমিটমেন্ট (Tariff Commitment) এইচএস ২০০৭ ভার্সন হতে এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করা হলে তা অর্থবহ হবে না। উল্লেখ্য, গত ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিমসটেক (BIMSTEC) -এর ট্রেড নেগোশিয়েশন কমিটি (Trade Negotiation Committee)-এর ২০ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের ট্যারিফ সিডিউলটি কমিশন কর্তৃক এইচএস ২০০৭ হতে এইচএস ২০১২ ভার্সনে রূপান্তর করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে বাংলাদেশের ট্যারিফ কমিটমেন্ট রূপান্তর করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে

গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কমিশন কর্তৃক উক্ত কাজটি নিষ্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে উক্ত সিডিউলটি এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরের অনুরোধ জানালে বর্ণিত রূপান্তরের নিমিত্ত ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে পুনরায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস ২০১২ ভার্সন হতে এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরকরণে উদ্ভূত এইসএস কোড সংক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাবলী সমাধানের নিমিত্ত পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ১৪ মার্চ ২০১৮ কমিটির আহবায়ক ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য জনাব শেখ আব্দুল মান্নান (অতিরিক্ত সচিব) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত সিডিউলটি এইচএস ২০১২ হতে এইচএস ২০১৭ তে রূপান্তরের অগ্রগতি প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.২ বিমসটেক এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক রুলস অব অরিজিন (Product Specific Rules of Origin-PSR) সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ।

মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তির আওতায় রুলস অব অরিজিন নির্ণয়ের মানদন্ড (Criteria) গুলোর প্রথমটি হলো ট্যারিফ ক্ল্যাসিফিকেশনের পরিবর্তন (Change of Tariff Classification-CTC) বা ট্যারিফ লাইনের পরিবর্তন (Tariff line shift) । ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (ডব্লিউসিও) কর্তৃক গুরুত্বপ্রাপ্ত এই সিটিসি (CTC) মানদন্ড রুলস অব অরিজিনকে সহজীকরণ ও সমন্বিত করতে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন লেভেলে (২,৪,৬ ডিজিট ইত্যাদি) বর্তমান এফটিএ গুলোতে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মানদন্ড ইইউ (EU), নাফটা (NAFTA), আসিয়ান (ASEAN) এবং টিপিপি (TPP)-এর অরিজিন নির্ধারণী মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, সাফটা (SAFTA), বিমসটেক (BIMSTEC), আপটা (APTA), টিপিএস-ওআইসি (TPS-OIC), ডি-৮ (D-8), আসিয়ান (ASEAN), এআইএফটিএ (AIFTA), এসিএফটিএ (ACFTA) এবং নাফটা (NAFTA)-এর রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ রুলস (General Rules)-এর পাশাপাশি পণ্য ভিত্তিক রুলস (Product Specific Rules-PSRs) রয়েছে। তবে আপটা-এর ক্ষেত্রে পিএসআর (PSRs)-এর পরিবর্তে সেক্টোরাল রুলস অব অরিজিন (Sectoral Rules of Origin) বিদ্যমান এবং টিপিএস-ওআইসি ও ডি-৮-এ পিএসআর অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখ্য, সাফটা-এর ক্ষেত্রে ৬ ডিজিট লেভেলে ১৮৯ টি সাব-হেডিং ও ৪ ডিজিট লেভেলে ২টি হেডিং, বিমসটেক–এর ক্ষেত্রে ৬ ডিজিট লেভেলে ১৪৭ টি সাব-হেডিং পিএসআর–এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বিমসটেক –এর বিগত ১৯ তম ট্রেড নেগোশিয়েশন কমিটি (Trade Negotiating Committee-TNC)-এর সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয় বিশ্লেষণ পুর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা

মোতাবেক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বিমসটেক এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক রুলস অব অরিজিন (Product Specific Rules (PSR) of Origin) সংক্রান্ত মতামত প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৩ সার্ক সদস্য দেশগুলির মধ্যে অশুল্ক ও আধাশুল্ক বাঁধা দূরীকরণ সংক্রান্ত।

সার্ক সদস্য দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ যে সব অশুল্ক বাঁধা (Non-Tariff Barriers) এবং আধাশুল্ক বাঁধা (Para-Tariff Barriers) সম্মূখীন হচ্ছে তা চিহ্নিতপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ননের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে কমিশন সার্ক সদস্য দেশগুলির অশুল্ক ও আধাশুল্ক বাঁধা বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় নীতিমালা, আইন, বিধি বিধান ও দেশীয় শিল্পের অবস্থা ও পরিবেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সার্ক সদস্য দেশগুলিতে ভ্যাট/বিক্রয় কর, কাউন্টারভ্যালিং ডিউটি, বিশেষ অতিরিক্ত ডিউটি, নিয়ন্ত্রণমূলক ডিউটি, লাইসেন্স ফি বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত আধাশুল্ক ছাড়া প্যাকেজিং বিধি ব্যবস্থা, টেস্টিং বাধ্যবাধকতা, সার্টিফিকেশনসহ টেকনিক্যাল বেরিয়ার টু ট্রেড ও এসপিএস সংক্রান্ত অশুল্ক বাধা রয়েছে যা বাংলাদেশ রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মূখীন হয়ে থাকে। সার্ক সদস্য দেশগুলির মধ্যে অশুল্ক বাধা সৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা শীর্ষে। কৃষি পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, তৈরী পোশাকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশ অশুল্ক বাধার সম্মূখীন হচ্ছে।

২.৪ সাফটা সেনসিটিভ লিষ্টে পণ্যের সংখ্যা হ্রাসকরণ প্রসঙ্গে।

গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে SAARC-ADB Third Special Meeting on Regional Economic Integration Study (Phase II) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাফটা সেনসিটিভ লিষ্ট এর পণ্য হ্রাস করার বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, SAARC এর সকল দেশসমূহ Phase III এর আওতায় সেনসিটিভ লিষ্ট এর পণ্য হ্রাসের লক্ষ্যে রিকোয়েষ্ট লিষ্ট এবং অফার লিষ্ট ৩০ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে। এমতাবস্থায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে কমিশন সাফটা চুক্তির আওতায় সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের রিকোয়েষ্ট লিষ্ট এবং অফার লিষ্ট বিনিময়ের বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৩. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি:

৩.১ আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত।

আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা ও অন্যান্য বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে কমিশন আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং

শ্রীলংকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়। বর্ণিত দেশগুলি আন্ত:বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাফটার আওতায় আমদানীকৃত পণ্যের উপর এক/দু'টি করে সেনসিটিভ লিষ্ট সংরক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যগুলিতে বর্ণিত দেশগুলি সেনসিটিভ লিষ্ট এ অন্তর্ভুক্ত করায় বাংলাদেশের রপ্তানি সমস্যার সম্মূখীন হয়ে থাকে। আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কমিশন তার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে।

৩.২ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা'র মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা'র মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পণ্যের পাশাপাশি সেবা ও বিনিয়োগ খাত অন্তর্ভুক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে একটি কম্প্রিহেনসিভ প্রকৃতির এফটিএর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক দু'দেশের অর্থনীতির চালচিত্র, বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, দ্বিপাক্ষিক পণ্য ও সেবাখাতে বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে কমিশন এফটিএ এর পক্ষে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

৩.৩ বাংলাদেশ নেপাল দ্বি-পাক্ষিক পিটিএ এর খসড়া প্রস্তুতকরণ ও বাংলাদেশের অফার লিস্ট এবং রিকোয়েস্ট লিস্ট পর্যালোচনা করা।

গত ২৩-২৪ জানুয়ারি, ২০১৭ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নেপাল অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের বাণিজ্য বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ নেপাল দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর একটি খসড়া প্রস্তুত করতঃ ইতোপূর্বে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশের অফার লিস্ট (বাংলাদেশের বাজারে নেপালের পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা তালিকা) ও রিকোয়েস্ট লিস্ট (নেপালের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা তালিকা) পর্যালোচনা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে প্রস্তাবিত পিটিএ এর খসড়া ও এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ১১৩ টি পণ্যের সংশোধিত রিকোয়েষ্ট লিষ্ট প্রণয়ন করা হয়। ইতোপূর্বে প্রণীত ১০৮ টি পণ্যের অফার লিষ্ট ইতোমধ্যে নেপাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় আপাতত এ লিষ্টটি সংশোধন করার প্রয়োজন নেই মর্মে কমিশন হতে মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৪ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া-এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যে সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উভয় দেশের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, বৈদেশিক বাণিজ্য (পণ্য ও সেবা), আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, শুল্কহার, রাজস্ব হ্রাসের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক কল্যাণসহ অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (TPP)-এ মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্তির ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিনিয়োগ এবং সেবা বাণিজ্যকে অন্তর্ভূক্ত করতঃ মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য নেগোশিয়েশনের পক্ষে মত দেয়। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনসমূহে বিভিন্ন সিমুলেশন (Simulation) পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক-এর স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software)-টি ব্যবহার করা হয়েছিলো ।

৩.৫ ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) সম্পাদনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) করার উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির গতি প্রকৃতি, বিশ্ব বাণিজ্যে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শূল্ক কাঠামো, বিনিয়োগ কাঠামো, শ্রম বাজার সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে। এছাড়াও বিভিন্ন ইন্ডিকেটর যেমন আরসিএ (RCA), এফকেআই (FKI) বিশ্লেষণ এবং পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) এর জন্য বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৪.১ বাংলাদেশ-মিশর দ্বি-পাক্ষিক পরামর্শ সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন।

গত ২৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন চাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে দুই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আমদানি রপ্তানির পরিস্থিতি, আঞ্চলিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, ট্যারিফ হারের তুলনামূলক চিত্র,

মিশরের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক বাণিজ্য চিত্রসহ, মিশরে শুল্কমুক্ত প্রবেশের জন্য একটি অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে মিশরে রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য ও সিরামিক পণ্য অন্যতম অন্যদিকে মিশর থেকে আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে শুকনা ফল, ডাল, তুলা প্রভৃতি।

৪.২ কানাডা, মিশর, মরক্কো, কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ট্যারিফ প্রোফাইল।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্য কানাডা, মিশর, মরক্কো, কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ট্যারিফ প্রোফাইল প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করে, যা পরবর্তীতে প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়। ট্যারিফ প্রোফাইল প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্ণিত দেশের বাণিজ্য পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বিণিজ্য ব্যবস্থা, ট্যারিফ হারের তুলনামূলক চিত্রসহ বাংলাদেশ থেকে সম্ভাব্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পৃথক পৃথক তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩ রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সমস্যা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজন হতে মতামত সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর মতামত প্রণয়ন করা হয়। পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সরাসরি ঋণপত্র খোলা সম্ভব হয় না –প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এরূপ প্রতীয়মান হওয়ায় কমিশন তাঁর মতামতে বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার পক্ষে মতামত পোষণ করে।

৪.৪ সিরামিক টেবিলওয়ার আমদানির উপর তুরস্ক কর্তৃক নতুনভাবে আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন এর আবেদন প্রসঙ্গে।

২০১৬ সনে তুরস্ক কর্তৃক সিরামিক টেবিলওয়ার পণ্য আমদানিতে ১৯% অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপিত হওয়ায় তুরস্কে বাংলাদেশের সিরামিক পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান এবং বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) তে সিরামিক পণ্য অন্তর্ভুক্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে পত্র মারফত অনুরোধ জানায়। এ আবেদন পর্যালোচনা করে দেঝা যায় যে, তুরস্ক কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ও নিয়মিত আমদানি শুল্ক মিলিয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় বাউন্ড রেট এর চেয়ে বেশি হয়নি। এমতাবস্থায়, তুরস্কের সাথে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হলে এর আওতায় সিরামিক পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে

পারে এবং বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ফরেইন অফিস কনসাল্টেশন (FOC) সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে-এ মর্মে মত পোষণ করে।

৪.৫ চীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

চীন হতে বাংলাদেশের ১৭ টি রপ্তানি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তি ও চীন কর্তৃক ঘোষিত স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য ডিএফকিউইএফ স্কীম (DFQF Scheme) এর আওতায় শুল্ক সুবিধা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে, নাকি আপটা (এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট) এর আওতায় প্রাপ্ত সুবিধা ভাল হবে সে বিষয়ে গত ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইপিবি ও এফবিসিসিআই এর সাথে সভা করে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। আপটা এর আওতায় যেমন সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য জেনারেল কনসেশন রয়েছে, তেমনি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য স্পেশাল কনসেশনও রয়েছে। এছাড়া চীন ডব্লিওটিও স্কীমের আওতায় ক্রমবর্ধমান হারে পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে তিনটি ধাপে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। প্রথম ধাপ (৬১% পণ্য) হতে দ্বিতীয় ধাপে (৯৫% পণ্য) উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে চীনের শর্ত ছিল ডব্লিওটিও স্কীমের এর আওতায় বর্ধিত শুল্কমূক্ত সুবিধা (DFQF) নিতে হলে আপটা চুক্তির এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশের এর জন্য প্রযোজ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা ত্যাগ করে একটি লেটার অব এক্সচেঞ্জ স্বাক্ষর করতে হবে। ডব্লিওটিও স্কীমের আওতায় রপ্তানি করতে হলে ৪০% ভ্যালু এডিশন করতে হয় অথবা সিটিএইচ (CTH-Change of Tariff Heading) করতে হয় যেখানে আপটা এর আওতায় রপ্তানিতে ভ্যালু এডিশন করতে হয় ৩৫%,। তাই ডব্লিওটিও স্কীমের এ পণ্যের কভারেজ বেশি থাকলেও এ স্কীমের রুলস অব অরিজিন, আপটা চুক্তির রুলস অব অরিজিন এর চেয়ে কঠিন বলে মনে হওয়ায় কোন স্কীম বেশি গ্রহণযোগ্য এ নিয়ে সংশয় ছিল। উপরন্তু বাংলাদেশ চীনের নিকট ১৭ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে আসছিল। কমিশন সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে ডব্লিওটিও স্কীমের আওতায় শুল্ক সুবিধা নেয়ার পক্ষে মত প্রদান করে। ১৭টি পণ্যের অধিকাংশ ডব্লিওটিও স্কীমের (৯৭% পণ্য) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১৭ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত চাওয়ার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিস্পন্ন হয়ে যাবে।

৪.৬ গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ব্রীফ প্রণয়ন।

গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ সময়ে নেপালের কাঠমন্ডুতে বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত সভা উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নিকট একটি ব্রীফ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে

বাংলাদেশ-নেপাল দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক নেগোসিয়েশনের অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.৭ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার যৌথ কমিশন এর চতুর্থ সভার জন্য আলোচ্য বিষয়সমুহ প্রস্তুতকরণ।

গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে যৌথ কমিশনের চতুর্থ সভার প্রাক্কালে সভায় আলোচ্য বিষয় প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ-সংযুক্ত আরব আমিরাত এর দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে।

৪.৮ বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি

বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সম্পাদিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিটি ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিটির অনুচ্ছেদ-২০ অনুযায়ী রুলস অফ অরিজিন (Rules of Origin) এর বিষয়ে নেগোশিয়েসন ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সর্বশেষ ২০১৪ সালে রুলস অফ অরিজিন চুক্তির একটি খসড়া প্রস্তুতকরে। ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় অংশীজনদের মতামত পুনরায় নেয়া আবশ্যক হওয়ায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনের প্রস্তুতকৃত খসড়ার উপর অংশীজনদের মতামত নিয়ে তার ভিত্তিতে চুক্তির খসড়া প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করে প্রেরণ করতে অনুরোধ জানায়। এর ভিত্তিতে গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আয়োজিত সভায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে প্রেরিত খসড়াটি পর্যালোচনাপূর্বক পুনরায় একটি সমন্বিত চুড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিটির আওতায় ইরানের নিকট শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য পূর্বে প্রেরিত ১৪৩টি পণ্য তালিকাকে হালনাগাদ করার জন্যও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুরোধ করে। এ প্রেক্ষিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য দুটি অগ্রাধিকার পণ্য তালিকা প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত পণ্যসমুহের মধ্যে তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, হাতব্যাগ, ঔষধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪.৯ বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড-এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ক প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড-এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়নের অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য এবং উক্ত

পণ্যে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনা করে। উক্ত পর্যালোচনা এবং ইন্ডিকেটর অ্যানালাইসিস (Indicator analysis) এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১০ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সাতটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

দক্ষিণ আমেরিকার সাতটি দেশ (বেলিজ, গুয়াতেমালা, এলসালভাদর, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, কোষ্টারিকা এবং পানামা) বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারনের আগ্রহ প্রকাশের প্রেক্ষিতে উক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রনালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয় । এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন উক্ত সাতটি দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্যে উক্ত দেশসমূহের অবস্থান, দেশ এবং পণ্যভিত্তিক পর্যালোচনা, শুল্ক কাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক দেশভিত্তিক রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য তালিকা প্রণয়ন করে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১১ ৫-৬ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৬ষ্ঠ পার্টনারশিপ ডায়ালগ এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন।

গত ৫-৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ পার্টনারশিপ ডায়ালগে টিকফা, বাণিজ্য সহযোগিতা এর বিভিন্ন দিক, বাজার সম্প্রসারণ, এসএমই (SME) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে উক্ত বিষয়সমূহে মতামত এবং প্রস্তাবসহ ইনপুটস প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৫ম পার্টনারশিপ ডায়লগ এ আলোচ্য বিষয়সমূহ, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো, রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য এবং উক্ত পণ্যে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রস্তাবসহ ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে ।

৪.১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফরকালে কম্বোডিয়ার নিকট হতে বাণিজ্য সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ১৬ অক্টোবর ২০১৭ এ সরকারি সফরে কম্বোডিয়া গমনের প্রেক্ষিতে কম্বোডিয়ার নিকট হতে বাংলাদেশের অনুকূলে বাণিজ্য সুবিধা প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে কম্বোডিয়ার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য, দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য এবং উক্ত পণ্যসমূহে বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

৪.১৩ বাংলাদেশ ও চিলির মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ (Bilateral Consultation) সভার জন্য Inputs প্রেরণ।

গত অক্টোবর ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ ও চিলির মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ (Bilateral Consultation) সভা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে নির্ধারিত এজেন্ডার উপর তথ্য/ইনপুটস প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। নির্ধারিত এজেন্ডায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হল - বাংলাদেশ ও চিলির মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, চেম্বার অফ কমার্সসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়, বাণিজ্য মেলাসমূহে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ফোরাম যেমন ন্যাম (NAM), জি ৭৭ (G77), জাতিসংঘ (UN), সার্ক (SAARC)-এ বাংলাদেশ ও চিলির মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এজেন্ডায় উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ইনপুটস প্রেরণ করে।

৪.১৪ বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশনের ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ৩য় সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশনের ২য় সভার বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি, ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য , উক্ত পণ্যসমূহে ইন্দোনেশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের বর্তমান রপ্তানি পরিস্থিতি এবং উক্ত পণ্য ওয়ারি ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্যমান শুল্ক বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক একটি প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

৪.১৫ বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক-এর মধ্যে এফওসি বা ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (Foreign Office Consultation) এর জন্য ইনপুটস প্রণয়ন ।

গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ ঢাকায় বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে ১ম এফওসি (FoC-Foreign Office Consultation) উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ প্রয়োজনীয় তথ্য/ইনপুটস প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ডেনমার্কের সাথে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক কাঠামো এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে প্রস্তাবসহ ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.১৬ ০৭-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার আলোচ্যসুচি সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন।

গত ০৭-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার আলোচ্যসুচিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইনপুটস প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয় । এ প্রেক্ষিতে গত ১৫-১৬ নভেম্বর ২০১৬

তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার জয়েন্ট রেকর্ড অফ ডিসকাশন, ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর কার্যবিবরণী এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট ছক মোতাবেক ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১৭ ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড (জেডব্লিউজি) এর ১১তম সভার জন্য আলোচ্যসুচি প্রেরণ এবং ১০ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড (জেডব্লিউজি) এর ১০ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং ৩০-৩১ আগষ্ট ২০১৭ সময়ে নির্ধারিত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড (জেডব্লিউজি) এর ১১তম সভার আলোচ্যসুচি নির্ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়।

৫. অন্যান্য কার্যাদি

৫.১ বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১৯-এর জন্য তথ্য প্রেরণ।

আগামী ৩ ও ৫ এপ্রিল, ২০১৯ বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) হতে বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত চাওয়া হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত (২০১১ হতে ২০১৭ পর্যন্ত) কমিশন কর্তৃক বিশ্লেষণ পূর্বক নিম্নলিখিত তথ্য-উপাত্ত (হার্ডকপি ও সফটকপি এক্সেল ফরম্যাটে) পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়ঃ

ক) বাণিজ্য প্রতিবিধান (এন্টিডাম্পিং-, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজারস) সংক্রান্ত;

খ) শুল্ক ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত;

গ) আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত (৮ ডিজিট লেভেল);

ঘ) শুল্ক ছাড়ের আওতায় আমদানি (Imports under Tariff Concessions);

ঙ) আমদানি শুল্ক হতে মোট রাজস্ব আয় (Total Import Tax Revenues);

চ) রপ্তানি শুল্ক হতে মোট রাজস্ব আয় (Total Export Tax Revenues);

ছ) প্রধান প্রধান দেশভিত্তিক মোট রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি আয় (Total Exports and Re-exports by major Destinations);

জ) অগ্রাধিকারমূলক স্কিমের আওতায় রপ্তানি (Exports under Preferential Schemes);

ঝ) এমএফএন (MFN) শুল্কের আওতায় বাণিজ্য (Percentage of Trade subject to MFN Tariffs);

ঞ) কর রাজস্বের ধরণ অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের তথ্য (A breakdown of total Government Tax Revenue);

ট) ট্যারিফ কোটা (Tariff Quotas) সংক্রান্ত তথ্য;

ঠ) শুল্কের বাউন্ড রেট (Bound rates of Tariffs) এবং আপটা ও সাফটার আওতায় বর্তমান অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হার (Current Preferential Rates on APTA, SAFTA);

ড) চার ধরণের মোডের আওতায় সেবা বাণিজ্য সংক্রান্ত উপাত্ত (Data on the four modes of Trade in Services)।

এ সকল তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির পর জুন, ২০১৮ সময়ে ডব্লিউটিও'র প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করেছেন। পরবর্তীতে এসকল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ডব্লিউটিও থেকে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য, ট্রেড পলিসি সংক্রান্ত বর্ণিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কমিশন হতে নিম্নরূপ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়ঃ

সারণি-১: ট্রেড পলিসি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ

নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	দায়িত্ব
১। ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম	যুগ্ম-প্রধান (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	উপদেষ্টা
২। মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী	উপপ্রধান (আস-১), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সমন্বয়কারী
৩। এস,এম, সুমাইয়া জাবীন	সহকারী প্রধান (আস-১), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
৪। মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান	গবেষণা কর্মকর্তা (আস-৩), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
৫। কাজী মনির উদ্দীন	গবেষণা কর্মকর্তা (আস-২), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য

৫.২ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যভুক্ত সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা প্রেরণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও তদধীনে প্রণীত প্রথম তফসিল, দ্বিতীয় তফসিল ও তৃতীয় তফসিল; মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ ও তদধীনে প্রণীত প্রজ্ঞাপন, স্থায়ী আদেশ, সাধারন আদেশ, বিশেষ আদেশ ও ব্যাখ্যাপত্র; এবং দি এক্সাইজ এন্ড সল্ট এ্যাক্ট ১৯৪৪ (The Excise and Salt Act, 1944) এবং এর অধীনে প্রণীত দি এক্সাইজ এন্ড সল্ট

রূলস, ১৯৪৪ (The Excise and Salt Rules, 1944) ও সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন ও আদেশ - সংক্রান্ত সুপারিশ, প্রস্তাব ও মতামত প্রেরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যভুক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট হতে প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা আহ্বান করার প্রেক্ষিতে কমিশনের প্রতিটি বিভাগে পত্রটি অগ্রায়ন করা হয় । উপর্যুক্ত বিষয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বাণিজ্য সম্পর্কিত পলিসি স্পেস পুনর্বহাল রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অধিক মাত্রায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম-কানুন এবং প্রবিধানের অনুবর্তী হতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে বিভিন্ন সময় পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করে জারীকৃত এস.আর.ও সমূহ অনেক ক্ষেত্রেই জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ এন্ড ট্রেড (General Agreement on Tariff and Trade-GATT)-এর ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট-এর ব্যত্যয়। এমতাবস্থায়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম-কানুন এবং প্রবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কাঠামো প্রণয়ন বাঞ্চনীয় মর্মে মতামত প্রেরণ করা হয়।

৫.৩ বাংলাদেশের National Intellectual Property Policy, 2018 বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশের National Intellectual Property Policy, 2018 বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রস্তুত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত বিষয়ে মতামত প্রণয়নে ওয়ার্ল্ড আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংস্থা (World Intellectual Property Organization-WIPO) কর্তৃক প্রণীত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন, এতদসংক্রান্ত অন্যান্য প্রবন্ধ, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, উক্ত মতামত প্রণয়নে ভারত, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.৪ "High level debate on multilateralism in Asia and the Pacific to promote inclusive economic and social development in the region and its contribution to global economic governance" বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

গত ১১-১৬ মে ২০১৮ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে এসক্যাপের ৭৪ তম অধিবেশণের multilateral segment এর জন্য প্রণীত সেশন ফরম্যাটের আলোকে ডকুমেন্ট তৈরি করার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। উক্ত সেশন ফরম্যাটে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে কমিশন তথ্য ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। যথা:-

ক) How to restore the relevance of the multilateral trading system, vital for the trade and investment interest of countries with special needs and their attainment of many SDGs as well as their LDC graduation aspirations? এবং

খ) What role can regional trade, investment and financial arrangements play to address the institutional and governance gaps of the multilateral system? How can they contribute to implementing Agenda 2030

৫.৫ ৩১ আগস্ট হতে ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৭ শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান ওশেন কনফারেন্স ২০১৭ এ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

গত ৩১ আগস্ট হতে ২রা সেপ্টেম্বর কলম্বোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান ওশেন কনফারেন্স ২০১৭ তে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর মিনিস্টার্স প্যানেল এ বক্তব্য প্রদানসহ কনফারেন্সে অংশগ্রহণকালে ভারত মহাসাগর তীরবর্তী অঞ্চলের দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকদের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ১-২ সেপ্টেম্বর সময়ে সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত ১ম ইন্ডিয়ান ওশেন কনফারেন্স এ আলোচ্য বিষয়সমূহ এবং দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান ওশেন কনফারেন্স ২০১৭ এর এজেন্ডা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ করা হয়।

৫.৬ "Graduation of Bangladesh from LDC: Implication of TRIPs Agreement on Pharmaceutical Sector" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

গত নভেম্বর , ২০১৫ তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার (ট্রিপস) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০৩৩ সালের ১লা জানুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে মেধাস্বত্ব নীতি প্রযোজ্য হবে না। এ সিদ্ধান্তের ফলে এলডিসিভুক্ত দেশগুলো এ সময়ে ফার্মাসিউটিক্যাল পেটেন্ট (Pharmaceutical Patent) ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার (Clinical Trial) তথ্য সংরক্ষণ করার বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ সিদ্ধান্তে দেশগুলোর জন্য এ সুযোগ আরো বাড়ানোর পথও খোলা রাখা হয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের মার্চ ২০১৮-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট তিনটি সূচকেই নির্ধারিত মানদন্ড পূরণ করেছে। জাতিসংঘের নিয়মানুসারে পরবর্তী দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় (২০২১, ২০২৪) বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশের গন্ডি থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হলে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ঔষধ শিল্পে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মেধাস্বত্ব আইন (ট্রিপস) এর আওতায় বিদ্যমান সুবিধা বাংলাদেশের জন্য বহাল থাকবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের "রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮" অনুসারে

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এমতাবস্থায় উল্লিখিত সমীক্ষাটিতে বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের বিদ্যমান পরিস্থিতি, বিদ্যমান পেটেন্ট আইন, ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের রপ্তানি সম্ভাবনা, ট্রিপস এর আওতায় ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য বিদ্যমান সুবিধা এবং উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতি বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে কি ধরণের প্রভাব ফেলবে তা পর্যালোচনাপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে ।

৫.৭ "Identification of Non Tariff Barriers Faced by Selected Export Products of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

সাউদার্ন আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি (Southern African Development Community) এর মতে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ব্যতীত অন্য যেকোন ধরণের বাণিজ্য বাধাই অশুল্ক বাধা। আইটিসি এর সমীক্ষা (২০১৭) অনুসারে দেখা যায় ৯১% বাংলাদেশী রপ্তানিকারকগণ বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্য ও অশুল্ক বাধার সম্মুখীন হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, প্লাষ্টিক, ফার্মাসিউটিক্যাল ,চামড়া এবং কৃষিখাত এর প্রধান রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিতে বিদ্যমান অশুল্ক বাধা বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিবেদনটিতে ইতোমধ্যে প্রকাশিত অশুল্ক বাধা সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি রপ্তানি বাজার এবং পণ্য ভিত্তিক অশুল্ক বাধা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বর্ণিত পণ্যেসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং রপ্তানিকারকদের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

৬. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এর কর্মপরিকল্পনা ও ট্র্যাকার সিস্টেম সংক্রান্ত কার্যাদি:

২০১৫-এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে ২০৩০ সাল নাগাদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা –এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য, অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি সূচক (পরবর্তীতে সামান্য সংশোধিত হয়) ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মতো, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সফল ও অগ্রগামী একটি প্রধান দেশ হবে; এ লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংযুক্তিকরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্য মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্ম-দায়িত্ব বণ্টন, জাতীয় সমন্বয়ক নিয়োগ এবং এসডিজি ট্র্যাকিং সিস্টেম (SDG Tracking System) তৈরি ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক সম্পর্কীয় তথ্যাদি সময় সময় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ উপলক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সেমিনার আয়োজন।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সূচকসমূহের নির্ধারিত মান অর্জন করে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তাঁর অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছে। এমতাবস্থায়, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যে সম্ভাব্য সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে একটি ধারনা পত্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত চাওয়া হয়। উক্ত চাহিদাদ্বয়ের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংক্রান্ত, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিশেষ ও পৃথকীকৃত ছাড়, জিএসপির ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক একটি ধারনা পত্র প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ধারনা পত্রে দেখা যায় যে উন্নয়ন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগিতা, টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স (Technical Assistance), রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার, রুলস অফ অরিজিন (Rules of Origin), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিশেষ ও পৃথকীকৃত ছাড়, পলিসি স্পেইস (Policy Space) বজায় রাখা, ভর্তূকি নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিঘাত আসতে পারে এবং অভিঘাতসমূহ মোকাবেলায় বেশ কিছু সুপারিশও উক্ত ধারনাপত্রে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

৮. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১১। "Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Way forward" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১২। "Product and Market Diversification in Export Trade of Bangladesh: Challenges and Pathways" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৩। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাজ।

৯. কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা:

৯.১ সমস্যাবলী:

- ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর ১৯৯৫ সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশের শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ও বাণিজ্য উদারীকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুল-বেজ্ড ট্রেডিং সিস্টেম নিবিড়ভাবে প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সেইফগার্ড বিধিমালা জারি করেছে, যা আমদানি বাণিজ্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করবে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত বিষয়ে কমিশনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা রয়েছে।
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এ কমিশনকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণসহ বাণিজ্য নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না। সুতরাং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরও অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।
- বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে শুল্ক নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধান করা আশু প্রয়োজন। কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলান করা প্রয়োজন।

- যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। এ প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিসমূহ যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অন-লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় আলোচিত বিষয় হচ্ছে বাণিজ্য সহজীকরণ। আমদানি- রপ্তানি পর্যায়ে শুল্ক বহির্ভূত বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকার কারণে বাণিজ্য খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়ও বেশি লাগছে। বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়টি দেশের একক কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয়। বিষয়টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Doing Business, 2018 রিপোর্টের Ease of Doing Business র‍্যাংক অনুয়ায়ী ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৭ তম স্থানে রয়েছে। বাণিজ্য সহজীকরণে এখনও বাংলাদেশের অনেক কিছু করার সুযোগ আছে।

৯.২ সুপারিশমালা

- মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তেমনি অনেক সময় এই প্রতিযোগিতার কারণে স্বল্প বাণিজ্য ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলোর শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার এসব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশীয় উৎপাদনকারীদের রক্ষা করার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (Trade Remedy Measures) যেমন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আঞ্চলিক এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

- একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধানকল্পে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কমিশনকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সমন্বয়কের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। কমিশন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন বাণিজ্য সহজীকরণের একটি দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কমিশনের দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করলে বাণিজ্য ব্যয় ও সময় কমে যাবে ফলে ভোক্তাগণ কম দামে পণ্য পাবে। এতে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে।

পরিশিষ্ট - ১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
৪০।	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	১৮-১০-২০১৭	কর্মরত
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ	২৪-০২-২০১৬	২৬-১০-২০১৭
৩৮।	জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি	১৪-০৯-২০১৫	১২-০১-২০১৬
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮-০৯-২০১৪	১৩-০৯-২০১৫
৩৬।	জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪-০৩-২০১৪	২৮-০৯-২০১৪
৩৫।	জনাব মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২-০৭-২০১২	০৬-০৩-২০১৪
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০-০৭-২০০৯	১৯-০৭-২০১২
৩৩।	জনাব এ কে এম আজিজুল হক	১৮-০১-২০০৯	১৯-০৭-২০০৯
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২-০২-২০০৮	১৭-১২-২০০৮
৩১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯-০১-২০০৭	০৩-০২-২০০৮
৩০।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮-১০-২০০৬	২৬-১২-২০০৬
২৯।	জনাব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬	১৯-০৯-২০০৬
২৮।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩-০৫-২০০৬	০৩-০৭-২০০৬
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২-০৯-২০০৫	২৭-০৪-২০০৬
২৬।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫-০১-২০০৫	১২-০৯-২০০৫
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩-০৬-২০০২	২২-০৬-২০০৪
২৪।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১	১৪-১১-২০০১
২৩।	জনাব এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১	০৮-০৮-২০০১
২২।	জনাব এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী	০৭-০৬-২০০০	২২-০৪-২০০১
২১।	জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫-১১-১৯৯৯	২৬-১০-১৯৯৯
২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫-১০-১৯৯৭	২৬-১০-১৯৯৯
১৯।	জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫-১০-১৯৯৭	০৯-১২-১৯৯৭
১৮।	জনাব আজাদ রুহুল আমিন	০১-০৩-১৯৯৭	০৭-১০-১৯৯৭
১৭।	জনাব এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন	২২-০৮-১৯৯৬	২৩-০২-১৯৯৭
১৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬	২৩-০৭-১৯৯৬

১৫।	জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫-১০-১৯৯৪	২২-০৪-১৯৯৬
১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	২৩-১০-১৯৯১	০৫-১০-১৯৯৪
১৩।	জনাব আমিনুল ইসলাম	১৯-০৬-১৯৯১	২৩-১০-১৯৯১
১২।	জনাব সৈয়দ হাসান আহমদ	১৫-১২-১৯৯০	১৯-০৬-১৯৯১
১১।	জনাব এম.এ. মালিক	১০-০১-১৯৯০	১৫-১২-১৯৯০
১০।	জনাব মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬	২৯-১১-১৯৮৯
৯।	জনাব নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২-১১-১৯৮৫	০৮-০৭-১৯৮৬
৮।	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬-০৬-১৯৮৪	৩১-১০-১৯৮৫
৭।	জনাব খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪	০৬-০৬-১৯৮৪
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ)	২৭-১০-১৯৮০	৩০-০১-১৯৮৪
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০	২৬-১০-১৯৮০
৪।	জনাব এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭	১৪-০২-১৯৮০
৩।	জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান	২৬-১০-১৯৭৬	১৯-০১-১৯৭৭
২।	জনাব আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬	২৫-১০-১৯৭৬
১।	জনাব আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২	১৫-০৩-১৯৭৬

পরিশিষ্ট - ২

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো

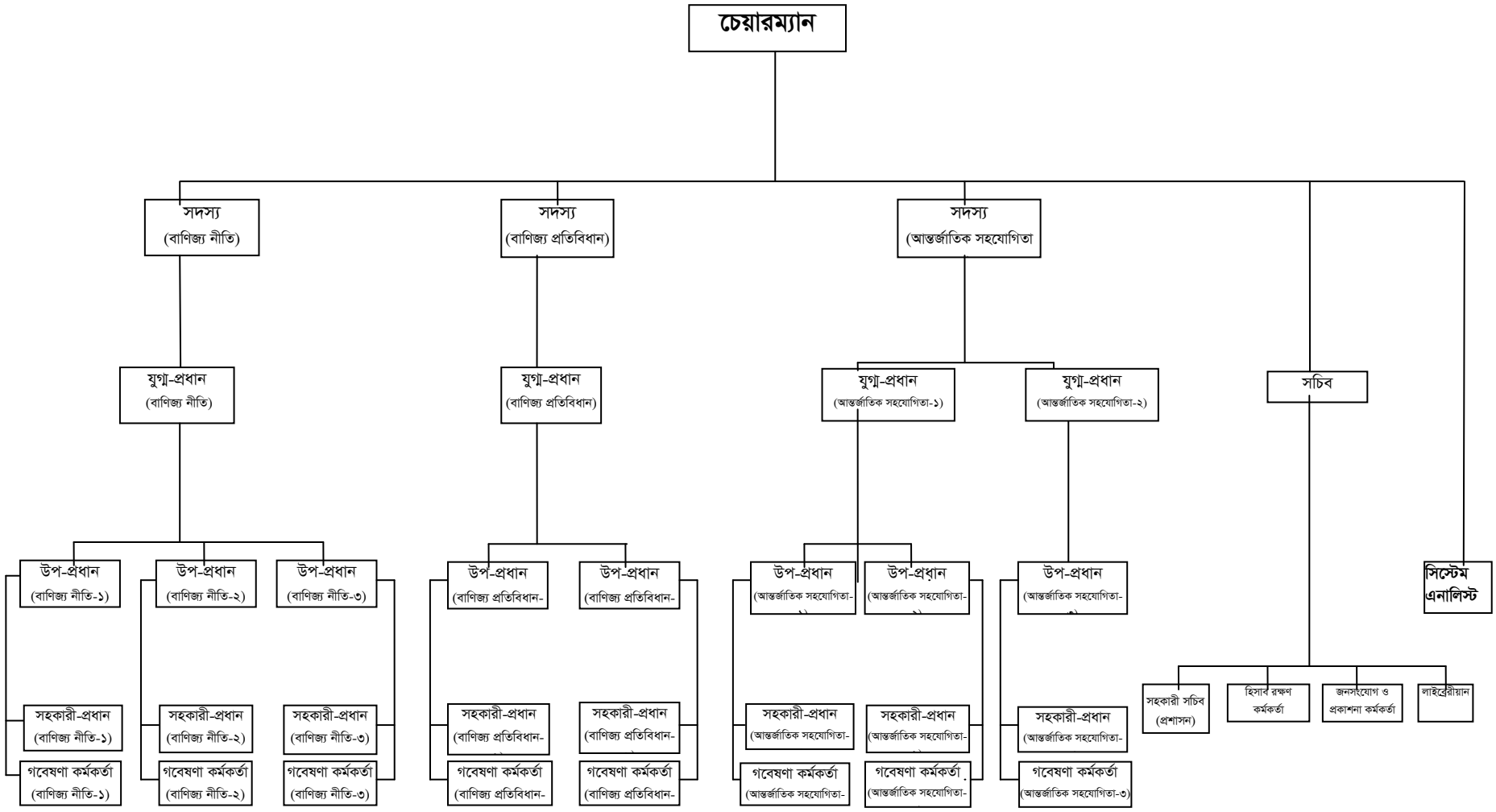

অনুমোদিত জনবল ঃ কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ কার ঃ ৯টি
মাইক্রোবাস ঃ ২টি
মটরসাইকেল ঃ ১ টি

পরিশিষ্ট - ৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আইন

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, নভেম্বর ৬, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২/ ২২শে কার্তিক, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ (২২শে কার্তিকতারিখে (১৩৯৯ , রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে:-

১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা:- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ‘‘কমিশন ’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।

(খ) ‘‘চেয়ারম্যান’’ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) ‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) ‘‘সদস্য’’ অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) ‘‘সচিব’’ অর্থ কমিশনের সচিব।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা :- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিলে।

(২) কমিশন একটি স্থায়ী ধারাবাহিকতা সম্পন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার-

(ক) একটি সীলমোহর থাকিবে;

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে;

বির (গ)ুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয়:- কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের গঠন:একজন চেয়ারম্যান এবং অনু (১) -র্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা:- চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

৭। কমিশনের কার্যাবলীকমিশন নি (১) -:ইত্যাদি ,ম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে যথা:-

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) দেশী পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন;

পাক্ষি-দ্বি (ঙ)ক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থায় প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) দফা (কএ উল (ঙ) ও (ঘ) ,(গ) ,(খ) ,(্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়।

এ উল্লি ১ধারা (২)খিত কার্য সম্পাদনে কমিশননি ,অন্যান্যের মধ্যে ,ম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে, যথা:-

(ক) বাজার অর্থনীতি

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ;

(গ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি;

(ঘ) জনমত।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে।

৮। তদন্ত অনুষ্ঠান:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুষ্ঠান বা তদন্তের জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৯। কতিপয় ক্ষেত্র কমিশনের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা:- কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যধারায় উহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যে সকল ক্ষমতা কোন দেওয়ানী আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন উক্ত বিষয়সমূহে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:-

(ক) আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কোন ব্যাক্তির উপর সমন জারী এবং তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

কোন তথ্য সরবরাহ এবং কোন ত (খ)দন্ত বা অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল;

১০। সভা:- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের সভা, উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের কোন সদস্য।

(৪) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। সচিব:- (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) সচিব-

(ক) কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য উহা কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) কমিশনের অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ ,হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করিবেন;

(ঘ) কমিশনের প্রশাসনিক কাজ তদারক করিবেন এবং যাহাতে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন;

(ঙ) কমিশন বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত বা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী:- (১) কমিশন উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিকেকে কমিশন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১৩। কমিটি:- কমিশন উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। কমিশনের তহবিল:- (১) কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত ফি এবং অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) এই তহবিল কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

১৫। বাজেট:- কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাষিংক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নীরিক্ষা:- (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ডদ-দলিল ,স্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৭। নির্দেশ প্রদানে সরকারের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। প্রতিবেদন:- (১) প্রতি বৎসর ৩০ শে জুনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্পলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কমিশনের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:- এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ায় সম্ভবনা থাকিলে অন্যান্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২০। জনসেবক:- কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of, 1860) এর section 21 এ ``Public servant'' (জনসেবক) কথাটি সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ''Public servant'' (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২১। ক্ষমতা অর্পণ:- কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উহার চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২২। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। ট্যারিফ কমিশন বিলোপ, ইত্যাদি:- (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮ শে জুলাই, ১৯৭০ জনের রিজিলিউশন নং এডমিন-১ই-২০/৭০/৬০৬, অত:পর উক্ত রিজিলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবেঃ

(২) উক্ত রিজিলিউশন বাতিল হইবার সংগে সংগে:-

(ক) উক্ত রিজিলিউশনের অধীন গঠিত ট্যারিফ কমিশন, অতপর বিলুপ্ত কমিশন বলিয়া উ:ল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং কমিশন উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কমিশন এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রকল্প (IDTC Project) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনে বদলী হইবেন এবং তাহারা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং

এইরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পয়ন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা কমিশনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

আব্দুল হাশেম
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস। ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট -৪

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১।	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি চেয়ারম্যান	৯৩৪০২০৯ ৯৩৪০২৪৩ ০১৭৩০৩৫৯৬৫৬ chairman@btc.gov.bd	
২।	জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য (আঃ সঃ)	৯৩৩৩৫৬৫ ০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ member_icd@btc.gov.bd	
৩।	জনাব শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী সদস্য (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৯২ ০১৭১১৩১৬৯০০ member_trd@btc.gov.bd alberuni_5388@yahoo.com	
৪।	সেলিমা সুলতানা এনডিসি সদস্য (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯১ member_trd@btc.gov.bd	
৫।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্ম প্রধান (আঃ সঃ - ১)	৯৩৩৫৯৩৫ ০১৫৫২৩০৮৭৯৪ jc_icd1@btc.gov.bd	
৬।	জনাব আবদুল বারী যুগ্ম প্রধান (আঃ সঃ - ২)	৯৩৩৬৪১১ ০১৭৩০০২০৫০৩ jc_icd2@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব	৯৩৩৫৯৩৩ ০১৫৫২৬০১৮১৮ secretary@btc.gov.bd	
৮।	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্ম প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৬৪৪৭ ০১৬২৩৮৬১০৫২ jc_trd@btc.gov.bd	
৯।	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপ প্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩১ ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
১০।	শারমিনা হাসিন উপ প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৪ dc_investigation@btc.gov.bd	
১১।	মিজ মাহমুদা উপ প্রধান ও সহকারী সচিব (অতিঃ দাঃ)	৮৩১৬১০৪ asstsecretary@btc.gov.bd	
১২।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ প্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯৩ ০১৭১১২৪২৮২৩ dc_icd_gatt@btc.gov.bd	
১৩।	বেগম মোহসিনা বেগম উপ প্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৬৭৫৪১১৯৪৪ dc_tpd_tpm@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৩৩০৮০৪ ০১৯১১১১৮২৯৪ systemanalyst@btc.gov.bd	
১৫।	জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার উপ প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৬ ০১৭১১০৬১৬৯২ ac_investigation@btc.gov.bd	
১৬।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপ প্রধান (আঃ সঃ)	০১৭১২১৬৯৮৫৫ ac_icd_ds@btc.gov.bd	
১৭।	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৯১১২৩৩৬৪১ ac_tpd_sub@btc.gov.bd	
১৮।	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১২২৮৪৬৯১ ro_tpd_iaa@btc.gov.bd	
১৯।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান (আঃ সঃ)	০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ro_icd_ds@btc.gov.bd	
২০।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ)	০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ro_investigation@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২১।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (আঃ সঃ) (চঃ দাঃ)	০১৯১২০২৩৫৫২ ac_icd_gatt@btc.gov.bd	
২২।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ro_injury@btc.gov.bd	
২৩।	জনাব মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ)	০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ro_icd_gats@btc.gov.bd	
২৪।	জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও ও গ্রন্থাগারিক (অতিঃ দাঃ)	০১৭২৪৮৯৪০৩৬ prandpo@btc.gov.bd	
২৫।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ-২)	০১৯১১৭২১৮৯৮ ro_icd_gatt@btc.gov.bd	
২৬।	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ, মনিটরিং সেল)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ro_tpd_sub@btc.gov.bd	
২৭।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ)	০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ ro_tpd_tpm@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট - ৫

কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী দেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	Seminar on Trade and Investment Facilitation for .Bangladesh	চীন	০২ আগস্ট হতে ২২ আগস্ট ২০১৭
০২.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	Regional Trade Policy Course for Asia-Pacific Members and Observers of the WTO.	ব্যাংকক	০২ অক্টোবর হতে ২৪ নভেম্বর ২০১৭
০৩.	জনাব মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহিদুর রহমান গবেষণা অফিসার	Thirty-eighth regional Course on Key issues on the international economic agenda Singapore.	সিঙ্গাপুর	১৩ নভেম্বর হতে ০১ ডিসেম্বর ২০১৭
০৪.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-প্রধান	Professional Training & Exposure Visit Program on Regional Economic Integration & ASEAN Experience.	ব্যাংকক	২৬ মার্চ হতে ৩০ মার্চ ২০১৮
০৫.	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্ম প্রধান (চঃ দাঃ)	Capacity Building Workshop.	ব্যাংকক	২১ মার্চ হতে ২৩ মার্চ ২০১৮
০৬.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান	Seminar on Trade Facilitation for Developing Countries.	চীন	২৮ মার্চ হতে ১৭ এপ্রিল ২০১৮
০৭.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	Seminar on Trade and Investment Promotion for Bangladesah.	চীন	১০ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল ২০১৮
০৮.	এস এম সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	Priority Issues of LDCs in the Multilateral Trading System.	জেনেভা	১১ জুন হতে ১৫ জুন ২০১৮
০৯.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	WTO Regional Advanced Course On Trade Negotiation Simulation Skills for Asian Countries and Pacific Islands.	ফিলিপাইন	২৫ জুন হতে ৩০ জুন ২০১৮

পরিশিষ্ট - ৬

কমিশনের কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-প্রধান	Fiscal Economics and Economic Management (FEEM)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬-২৫ জুলাই ২০১৭
০২..	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন উপ-প্রধান	General English Skills course	ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে	০১-৩১ জুলাই ২০১৭
০৩.	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	General English Skills course	ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে	০১-৩১ জুলাই ২০১৭
০৪.	কর্মকর্তা (সকল)	ই-ফাইলিং	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৭ জুলাই ২০১৭
০৫.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	Introduction to the WTO.	আমাদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, ঢাকা।	২৩ ও ২৪ আগস্ট ২০১৭
০৬.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	Dynamic Global Market Landscape.	FARS Hotel, 2nd Floor, Akram Center, 212 shahid syed Nazrul Islam Sharani, Dhaka.	০৬ আগস্ট ২০১৭
০৭.	কর্মকর্তা (সকল)	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৬ ও ২৭ আগস্ট ২০১৭
০৮.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	Non Tariff Barriers, Anti-Dumping Duty and Countervailing Measures.	জাতীয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭
০৯.	কর্মকর্তা (সকল)	গণকর্মচারী শৃঙ্খলা ১৯৮২ (নিয়মিত উপস্থিতি)	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭
১০.	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্ম প্রধান (বাঃ প্রঃ)	Workshop on Cross Border Paperless Trade	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	৩ অক্টোবর ২০১৭
১১.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান (আঃ সঃ)	Worth 11 kshop on the WTO Ministerial Conference & Perspective Bangladesh	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬ অক্টোবর ২০১৭
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	Workshop onadoption of standards, and promoting export of quality fruits and vegetables from Bangladesh.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১১ অক্টোবর ২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১৩.	কর্মকর্তা (সকল)	Indicators for the AssistanceA nalysis	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৬ অক্টোবর ২০১৭
১৪.	কর্মকর্তা (সকল)	সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নোট লিখন ও পত্র প্রস্তুতকরণ	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	৩০ অক্টোবর ২০১৭
১৫.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-প্রধান	গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ইনোভেশন	বি.সি.এস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা।	১৯ হতে ২৩ নভেম্বর ২০১৭
১৬.	জনাব মোঃ মামুন রশীদ-উর-আসকারী সহকারী প্রধান	Sanitary & phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT)	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০ ও ২১ নভেম্বর ২০১৭
১৭.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান	ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৭
১৮.	জনাব মোঃ লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৭
১৯.	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন	Rules of origin for GSP, SAFTA, APTA, KPT and BIMESTEC and their application	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	০৭ নভেম্বর ২০১৭
২০.	গবেষণা কর্মকর্তা	The Problems and Prospects of Exporting to the Latin American Countries: what to know?	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	২০ নভেম্বর ২০১৭
২১.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান	"ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" হতে ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এর "বাংলাদেশ সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফরম (BSAP) এর সাথে সমন্বয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে	৪ ডিসেম্বর ২০১৭
২২.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ গবেষণা কর্মকর্তা	"ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" হতে "ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এর "বাংলাদেশ সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফরম (BSAP) এর সাথে সমন্বয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে	৪ ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
২৩.	কর্মকর্তা(সকল)	দুর্নীতি দমন আইন	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	০৫ ডিসেম্বর ২০১৭
২৪.	কর্মকর্তা(সকল)	ই ফাইলিং-	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১৭
২৫.	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	Outcomes of the 11th WTO Ministerial Conference & Way Forward for the LDCs.	ডব্লিউটিও সেল ,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ২০১৮
২৬.	জনাব মোঃ মামুন উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান	Outcomes of the 11th WTO Ministerial Conference & Way Forward for the LDCs.	ডব্লিউটিও সেল ,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ২০১৮
২৭.	জনাব মোঃ মামুন উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান	ইআরপি বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০৯ জানুয়ারি ২০১৮
২৮.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান	and Regional Bilateral Trade Agreements	বিএফটিআই	০৯ হতে ১১ জানুয়ারি ২০১৮
২৯.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার	Bilateral and Regional Trade Agreements	বিএফটিআই	০৯ হতে ১১ জানুয়ারি ২০১৮
৩০.	জনাব এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম সহকারী সচিব (অঃদাঃ)	iBAS++	অর্থ মন্ত্রণালয়	০১ জানুয়ারি ২০১৮
৩১.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অঃদাঃ)	iBAS++	অর্থ মন্ত্রণালয়	১৭ জানুয়ারি ২০১৮
৩২.	মিজ মোহসিনা বেগম উপ-প্রধান	তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক ওয়ার্কসপ	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৩৩.	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গবেষণা কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫.	কর্মকর্তা (সকল)	গুগল কিপস সফটওয়্যার ব্যবহার করে জব ক্যালেন্ডার প্রস্তুত ও মনিটরিং	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	১১ মার্চ , ২০১৮
৩৬.	কর্মকর্তা (সকল)	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২০ মার্চ ২০১৮
৩৭.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান	বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৬ এপ্রিল ২০১৮

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
৩৮.	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	প্রতিযোগিতা কমিশন	৩-৫ এপ্রিল ২০১৮
৩৯.	এস এম সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	Request to nominate a qualified member of your staff to participate in the workshop Non-Tariff Barriers.	সানেম, ঢাকা।	২৩ ২৪-মে ২০১৮
৪০.	কর্মকর্তা (সকল)	সার্ভিস রুলস	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৪ জুন ২০১৮

ফটোগ্যালারী

২৬ ও ২৭ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে ২দিন ব্যাপি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্শশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে ইকোনোমিক কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিত ১৯৮২ ও সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এর উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতি
স্থান : বিএডিসি বীজ বর্ধ
তারিখ : ২

বার্ষিক ক্রীড়া
স্থান : বিএডিসি বীজ
তারিখ :

বিএডিসি
তারি
আয়োজ

বার্ষিক
স্থান : বি

-২০১৮
গাজীপুর

ক্রীড়া প্রতিযোগি
২০১৮
সি বীজ বর্ধন খামার, কাশি
াজীপুর
: ২৬ জানুয়ারি

২৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে কমিশনের কর্মকর্ত/কর্মচারিদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে “Graduation of Bangladesh from LDC: Challenges and Way Forward” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের সাফল্য ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের সাফল্য ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখে আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রায় কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

২৯ মে ২০১৮ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি লিখন, পত্র লিখন, নথি উপস্থাপন এর উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৩ জুন ২০১৮ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস এর উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।